কুমারীর পবিত্রতা

দ্বিতীয় খণ্ড

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব প্রণীত

পঞ্চম সংস্করণ, ১৩৮৭
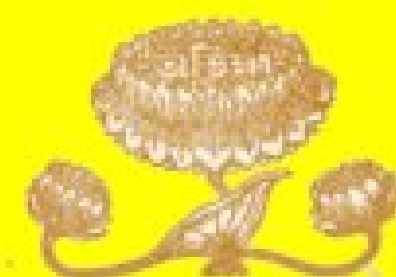
— নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ —

— ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ —

অযাচক আশ্রম

স্বরূপানন্দ স্ট্রীট, বারাণসী।

ধর্ম্মার্থশুল্ক ২'০০] [মাশুলাদি স্বতন্ত্র

ওঁ

কুমারীর পবিত্রতা

(দ্বিতীয় খণ্ড)

প্রথম পত্র

ওঙ্কার-গুরু

খাতুনগঞ্জ, চট্টগ্রাম
৪ঠা বৈশাখ, ১৩৪১

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা, আমার পূর্ব্বলিখিত পত্র দুইদিন আগেই পাইয়াছ এবং আশা করি তাহা আদ্যোপান্ত অনুধাবন করিয়া পড়িয়াছ। আজ আমি জীবের জন্মকথা বলিব। যতটুকু শুনিলে তোমার পক্ষে যথেষ্ট, মাত্র ততটুকুই বলিব। তুমি যখন আরও বড় হইবে অথবা তোমার যখন জানিবার মত সময় হইবে, তখন আমি অথবা তোমার পিতা কিংবা তোমার মাতা আরও সবিস্তারে বলিবেন। এখন যতটুকু বলিব, ততটুকুকেই যথেষ্ট মনে করিও এবং অবৈধ কৌতূহলকে মনের মধ্যে মোটেই বৰ্দ্ধিত হইতে দিও না। অবৈধ কৌতুহলের বশবর্ত্তী হইয়া যার তার কাছ হইতে এই বিষয়ে জ্ঞান অর্জ্জনের জন্য যদি চেষ্টা কর, তাহা হইলে হয়ত তাহার ফলে এমন জঘন্য অনেক বিষ তোমার মনে প্রবেশ করিবে, যাহার জ্বালা মরণ পর্য্যন্ত তোমায় ছাড়িবে না। জানিতে তোমার ইচ্ছা করে, তোমার ছোট বোন্‌টীর জন্ম হইল কি করিয়া।

দ্বিতীয় পত্র

শঙ্কার-গুরু

রহিমপুর আশ্রম, ত্রিপুরা।
৬ই বৈশাখ, ১৩৪১

কল্যাণকলিতাসু :—

স্নেহের মা,—কল্য সমস্ত রাত্রি জেগে কাটাইয়াছি। অদ্য সমস্ত দিন ব্যাপিয়া রহিমপুর আশ্রমে এক উৎসব গেল। রহিমপুর আশ্রমে আমি সাম্বৎসরিক মৌনভঙ্গ করি ৬ই বৈশাখ তারিখে। সেই তারিখে প্রতি বৎসর স্থানীয় যুবকেরা একটী উৎসব করে। অদ্যকার উৎসবে উদয়াস্ত কীর্ত্তন ও প্রসাদ বিতরণ হইয়াছে। সন্ধ্যার পরে সকল ছেলেরা মিলিয়া একত্র উপাসনা করিল। তৎপরে আমি তাহাদিগকে কিছু উপদেশ দিলাম।

যে উপদেশ দিলাম, তাহা তোমার শোনা প্রয়োজন।

উপদেশ দিলাম,—হে পুত্রগণ, তোমরা যদি আমারই সন্তান হইয়া থাক, তবে, তোমরা মন দিয়া শোন, প্রাণ দিয়া শোন, শুধু কাণ দিয়া শুনিলেই যথেষ্ট হইবে না, তোমরা ভবিষ্যৎ ভারতের প্রজ্ঞাসমূহের স্রষ্টা, ভবিষ্যৎ ভারতের জনগণের পূর্ব্বপুরুষ, ভবিষ্যৎ ভারতের তোমরা ভাগ্যবিধাতা। তোমাদিগকে আজ তপস্যার বীর্য্যে অন্তরস্থ সুপ্ত ব্রহ্মকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে এবং তোমাদিগকে আজ তপোলব্ধ প্রতিভার বলে জানিতে হইবে, তোমাদের ভবিষ্যদ্‌বংশীয়দের জন্য কোন্ সম্পদ আজ সঞ্চয় করিতে হইবে। তাহা কি কামুকতার, না, সংযমের, হিতাহিতবোধ-বর্জ্জিত ভোগ-লোলুপতার, না, আত্মবোধ-সমন্বিত ইন্দ্রিয়-দমনের? ভবিষ্যৎ জাতিকে কি তোমরা ভূষিত করিবে ছাগসুলভ চপলতায়, না, দেবদুর্ল্লভ-চরিত্রে? মৌখিক উত্তরের আমি প্রতীক্ষা করিতেছি না, আমি চাহি কর্ম্মের মধ্য দিয়া অভ্রান্ত উত্তর। শত শত সন্ন্যাসী সৃষ্টির জন্য আমি আবির্ভূত হই নাই। দুর্ল্লভ সন্ন্যাসী জগতে আপনিই দুই চারিজন আবির্ভূত হইবেন, তাঁহাদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য কোনও চেষ্টার প্রয়োজন দেখি না। আমার সন্তানেরা অধিকাংশই গৃহী হইবে। কিন্তু গার্হস্থ্য-জীবনে তোমরা কেমন সঙ্গিনী চাহ! ভোগলুব্ধতার সৃষ্টিকারিণী নরকদায়িনী রাক্ষসীর সঙ্গ কি চাহ, না, ত্যাগ-প্রবুদ্ধা সংযমানু-

রাগিণী ব্রহ্মদান-সুসমর্থা সঙ্গিনী! কি চাহ, স্পষ্ট করিয়া অন্তরকে জিজ্ঞাসা কর এবং স্পষ্ট করিয়া তাহার জবাব লও। যদি ত্যাগ-সুন্দর জীবন-যাপনে সহায়তাকারিণী সহধর্ম্মিণী চাহ, তবে জানিও তাহাকে পাইবে সেই সকল কুমারীদের ভিতর হইতে, যাহারা সাধনা করিতেছে, যাহারা বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নিষ্কলঙ্ক রহিয়াছে। পুত্রগণ, আজ প্রতিজ্ঞা কর, একটী কুমারীরও পবিত্রতা-নাশে তোমরা কখনও চেষ্টিত হইবে না। প্রতিজ্ঞা কর, তোমাদের দ্বারা প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে একটী কুমারীকেও পাপপথে টানিয়া আনিবার চেষ্টা পাইবে না। প্রতিজ্ঞা কর, তোমাদের মধ্যে একজনও কোনও কুমারীর পবিত্রতা-নাশের ষড়যন্ত্রকারীকে ক্ষমা করিবে না। প্রতিজ্ঞা কর, তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ গৃহে নিজ নিজ কুমারী ভগিনীর জীবনকে নিষ্কলঙ্ক রাখিবার জন্য প্রয়াসপরায়ণ হইবে। এই এই সঙ্কল্প যাহাদের তীব্র হইবে, তাহাদের গৃহ আলোকিত করিবার জন্য অনাঘ্রাত পুষ্পসম পবিত্রতার বিগ্রহ-স্বরূপিণী কুমারীরা আমার কন্যা অর্থাৎ পুত্রবধূরূপে আগমন করিবে, ভারতে এক মহাজাতির সৃষ্টি আবাল্য পোষিত আমার মধুময় স্বপ্ন সত্য হইবে।

যাহা বলিয়াছি পুত্রদিগকে তাহারই পৃষ্ঠ-বচনরূপে আমার কন্যাদিগকেও বলিবার কথা কিছু রহিয়াছে। আমার কুমারী কন্যারা প্রত্যেকেই চিরকৌমার্য্য-ব্রত অবলম্বন করিয়া থাকিবে

না, অনেককেই গার্হস্থ্য-জীবনে প্রবেশ করিতে হইবে। কিন্তু তাহারা কি হৃতসর্ব্বস্ব ভোগপরায়ণ নষ্ট-চরিত্র এক একটা নররূপী কামপশুর সংসর্গে জীবন কাটাইয়া আমার সুখস্বপ্ন সফল করিবে? তাহাদের কি প্রয়োজন হইবে না, এমন ব্যক্তি-টিকে স্বামীরূপে পাওয়া, আবাল্য কঠোরতায় যে তার চরিত্রকে করিয়াছে অনবদ্য, চিত্তকে করিয়াছে প্রলোভনে অবিচল এবং জীবন-প্রণালীকে করিয়াছে সাধু ও সুন্দর? যদি নিষ্কলুষ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিকে জীবনের সাধনায় সহায়তাকারী-রূপে পাইতে হয়, তবে আজ প্রত্যেক কুমারীকে প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে, সে তার অসতর্ক আচরণের দ্বারা জীবনে একটী যুবকের মনেও ভ্রম জন্মাইবে না। তাহাকে প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে, সে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে, আকারে বা ইঙ্গিতে একটী যুবককেও কখনও প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা পাইবে না। তাহাকে প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে, একটী যুবককেও যে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছে, সেই রমণীকে সে ক্ষমা করিবে না। তাহাকে প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে, নিজ গৃহে নিজ ভ্রাতাদের চরিত্র নির্ম্মল রাখিবার জন্য সে কখনও কোনও চেষ্টার ত্রুটী করিবে না।

যে বিষয় আমি ধারাবাহিক ভাবে গত কয়টী পত্রে লিখিতে-ছিলাম, সেই বিষয়টি নিয়া আমি আগামী কল্য নগরপাড় গিয়া পত্র লিখিব। কিন্তু আমার সেই পত্রখানা পাইবার আগে অদ্যকার পত্রখানা তুমি বারংবার পড়িয়া ইহার মর্ম্ম অনুধাবন

করিতে চেষ্টা করিও। আমার ভাষা কঠিন, লিখিবার ভঙ্গীও জটিল কিন্তু তাহাতে কিছু আসে যায় না। কল্যাণ যে চাহে, সে এই কটমট ভাষার মধ্য দিয়াই নিজ বাঞ্ছিত বস্তুকে উদ্ধার করিয়া লইতে পারিবে। আধুনিক শিক্ষা, কি স্ত্রী কি পুরুষ, সকলকেই গভীর চিন্তায় অক্ষম করিয়া তুলিতেছে। তুমি অল্পশিক্ষিতা হইলেও এই অল্প শিক্ষার মধ্য দিয়াই আধুনিক শিক্ষার কুফলকে অস্বীকার কর, কঠিন বিষয়ও আয়ত্ত করিবার যে তোমার উৎসাহ আছে, তাহা প্রমাণিত কর। মনে রাখিও মা, আমার এই পত্র লেখা সাহিত্য-রচনার তাগিদে নহে। আমার অনবসর কর্ম্মময় জীবনে সাহিত্য-রচনার অবকাশ নাই, অতিশ্রান্ত অবসরটুকুতে সাহিত্য-রচনায় রুচি নাই। জীবন-যুদ্ধে উপযুক্ত প্রহরণে সুসজ্জিত করিয়া তোমাদের আমি বীরাগ্রগণ্যার মতন অভিযান চালাইয়া যাইতে দেখিতে চাহি। কোনও প্রলোভনে তোমরা টল না, কোনও দুর্ব্বলতার সহিত তোমরা আপোষ কর না, কোনও আপাতমধুর ক্ষণরসাল যুক্তিতে তোমরা ভোল না, কোনও বিষয়ে অজ্ঞানতার সুযোগ নিয়া কেহ তোমাদের মিথ্যার বেসাতি কিনিতে বাধ্য করিতে পারে না, ইহাই আমি চাই। শুভাশিস জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

তৃতীয় পত্র

জয় ব্রহ্মগুরু

নগরপাড়, ত্রিপুরা
৭ই বৈশাখ ১৩৪১

কল্যাণকলিতাসু :—

স্নেহের মা, আজ আমি খুব নিরিবিলি পাইয়াছি, কেহ জানে না যে, আমি এখানে চলিয়া আসিয়াছি। সকলে আমাকে রহিমপুরে খুঁজিয়া মরিতেছে। একজন শ্রীগৌরাঙ্গ-ভক্ত ধনী গৃহস্থের দ্বিতল প্রাসাদের উপরে একখানা নিভৃত কক্ষে বসিয়া দূর-দূরান্তরে বিস্তারিত ধান্যক্ষেত্র-সমূহের নবজাত অতি-কচি শ্যামল শষ্পশ্রেণী দেখিতেছি। দেখিতে দেখিতে শ্রীভগবানের অপূর্ব্ব সৃষ্টি-কৌশল আমার অন্তরে জাগিয়া উঠিল। কি আশ্চর্য্য তাঁর সৃষ্টির মহিমা, কি আশ্চর্য্য তাঁর সৃষ্টির প্রস্তুতি!

অদূরে একখানা পুষ্পোদ্যান দেখিতেছি, কোনও কোনও গাছে অফুরন্ত ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, দেখিলে নয়ন-মন তৃপ্ত হইয়া যায়। এই ফুলগুলির মত সুন্দর জগতের যত পুরুষ ও নারী এবং এই ফুলগুলির মতই রহস্যময় জগতের যত পুরুষ ও নারীর জন্মকথা।

ঐ যে সুন্দর ফুলটী ফুটিয়াছে, তাহা একদিন পরেই শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িবে। এ ভাবে যত গাছের যত ফুল, সবই একদিন ঝরিয়া পড়িবে। ফুলগুলি সব যদি ঝরিয়া পড়িয়া যায়, ফুলের গাছগুলি যদি সব মরিয়া যায়, তখন ত আর

জগতে ফুল ফুটিবে না! তাহারই জন্য ভগবান্ এক বিধান করিয়াছেন। কুমড়া গাছটী দেখিয়াছ ত? একরকম ফুল তাহাতে ফোটে, যার সঙ্গে সঙ্গেই একটি ফলও দেখা যায়। এই ফুলটি স্ত্রী-ফুল। আবার আর এক রকমের কুমড়া-ফুল ফোটে, যার সঙ্গে একটী ফল দেখা যায় না কিন্তু ফুলটীর বুকের উপরে একটি দণ্ডের মত আছে, যাহার গায়ে অনেক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রেণু দেখা যায়। এই ফুলটি পুরুষ-ফুল। স্ত্রী-ফুলটীর বুকেও দণ্ডের মত কয়েকটী একত্র হইয়া যেন ফুলের বুকের মধ্যস্থলটীকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। পুরুষ-ফুলটীর রেণু যদি কোনও প্রকারে স্ত্রী-ফুলটির বুকের মধ্যে কয়েকটি কোমল দণ্ড দ্বারা আচ্ছাদিত বাটির মত স্থানটীতে যাইতে পারে, তাহা হইলে স্ত্রী-ফুলটীর গর্ভসঞ্চার হয়; অর্থাৎ তাহা হইলে স্ত্রী-ফুলটীর সঙ্গে যে ফলটী দেখা যাইতেছে, তাহাতে প্রাণের সঞ্চার হইবে এবং দিনের পর দিন তাহা বাড়িবে, তাহা পরিপক্ক হইবে এবং তাহাতে পুনর্ব্বায় নূতন গাছ সৃষ্টির জন্য বীজ হইবে। স্ত্রী-ফুলের বুকের উপরে আবৃত যে অংশটুকু, তাহার মধ্যে যদি পুরুষ-ফুলের রেণু না যাইতে পারে, তাহা হইলে স্ত্রী-ফুলটীর সঙ্গে যে কচি ফলটী রহিয়াছে তাহাতে প্রাণের সঞ্চার হয় না, তাহা পচিয়া শুকাইয়া মরিয়া যায়। স্ত্রী-ফুল ও পুরুষ-ফুলের মধ্যে সম্পর্কটী যেই প্রকার, মনুষ্য-সমাজেও স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে

সম্পর্কটি সেই প্রকার। মায়ের জরায়ুর মধ্যে পিতার শরীরের অতি সূক্ষ্ম এক প্রকার রেণু প্রবেশ করিলে তাহা এইরূপ একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে! মায়ের জরায়ুর মধ্যেই সন্তানটী বাস করে। পিতার শরীর হইতে "বীর্য্য" নামক এক অতি সূক্ষ্ম বস্তু মাতা ও পিতার গভীর ভালবাসার ফলে মাতার জরায়ুর মধ্যে প্রবেশ করিলে মাতৃ-জরায়ুতে অবস্থিত সেই সন্তানটীর মধ্যে প্রাণের সঞ্চার হয়। স্ত্রী ফুলের জরায়ুতে পুরুষ-ফুলের রেণু সাধারণতঃ বাতাসে বহিয়া নিয়া যায় বা কীট-পতঙ্গেরা বহন করে কিন্তু পিতার শরীর হইতে মাতার জরায়ুর মধ্যে "বীর্য্য" নামক অতি সূক্ষ্ম বস্তু প্রবেশ করে মাতা পিতার সুগভীর ভালবাসার ফলে। একজন আর একজনকে প্রাণ দিয়া ভালবাসেন বলিয়াই একজনের শরীরের সার আর একজনের শরীর-মধ্যে প্রবেশ করে এবং পিতার "বীর্য্য" মাতার জরায়ুতে প্রবেশ করিয়া মাতৃ-জঠরে অবস্থিত সন্তানটির জীবন সঞ্চার করে। সন্তানটি প্রথমতঃ মায়ের শরীরের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম আকারে অবস্থান করে, এত সূক্ষ্ম আকারে যে, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত তাহা চক্ষে কখনও দেখা যায় না। পিতার শরীর হইতে মাতার জরায়ুতে অতি সূক্ষ্ম প্রাণবস্তু "বীর্য্য" প্রবেশ করিবার পরে মাতৃ-জরায়ুস্থিত অতি ক্ষুদ্রায়তন শিশু ক্রমশঃ বড় হইতে থাকে এবং শেষে এত বড় হয় যে, মায়ের জরায়ু-মধ্যে আর তার স্থান হয় না, শিশুটিকে জরায়ুর

মধ্যে রাখা মায়ের পক্ষেও অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া পড়ে। সেই সময় প্রসব-যন্ত্রণা উপস্থিত হয় এবং জরায়ু হইতে শিশুটি ক্রমশঃ নীচের দিকে নামিয়া একটা গুপ্ত পথে বাহির হইয়া আসে। এই গুপ্ত পথটি ভগবান্ শুধু শিশুর ভূমিষ্ঠ হইবার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন, এইজন্য ইহার নাম যোনি। যোনি শব্দের অর্থ জন্মভূমি বা উৎপত্তি-স্থান। যোনি শব্দটি অত্যন্ত পবিত্র ভাবের উদ্দীপক, এইজন্য ভগবানের আর এক নাম জগদ্‌যোনি। যোনি শব্দটিকে সাধকেরা এত পবিত্র মনে করেন যে, সর্ব্বপীঠস্থান সর্ব্বতীর্থের শ্রেষ্ঠতীর্থ কামরূপ-কামাখ্যাতে প্রত্যহ প্রস্তরের উপরে অঙ্কিত যোনির ষোড়শোপচারে ও মহাসমারোহে পূজা হইয়া থাকে এবং প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রী ভক্তি-বিনম্র চিত্তে পুণ্য লাভের আকাঙ্ক্ষায় সেই অর্চ্চনা দর্শনের জন্য গমন করিয়া থাকেন। স্ত্রীলোকের প্রস্রাব করিবার ছিদ্রটীর সামান্য নীচেই এই যোনিছিদ্রটী অতি সঙ্গোপনে রহিয়াছে। যোনি জীবকুলের জন্মপথ বলিয়া এত পবিত্র এবং এত গোপনীয়। কোনও কলুষিত দৃষ্টি যেন এই পবিত্র স্থানে পতিত না হইতে পারে, কোনও কলুষিত স্পর্শ যেন এই পবিত্র স্থানে পৌছিতে না পারে, তারই জন্য শ্রীভগবান্ এই স্থানটীকে এমন গুপ্তভাবে রক্ষা করিয়াছেন। শরীরের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবময় এই অঙ্গটীকে ভগবান্ সর্ব্বপ্রকার অগৌরবকর ব্যবহার হইতে রক্ষা করিবার জন্য অতি যত্নে

শরীরের গোপনতম প্রদেশে নানাভাবে আবৃত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। এই পথেই পিতার সুগভীর ভালবাসার ফলে পিতৃদেহের সার বস্তু অতি সূক্ষ্ম প্রাণরেণু "বীর্য্য" মাতৃ-জরায়ুতে প্রবেশ করে এবং এই পথেই পিতৃ-মাতৃ-স্নেহের জ্বলন্ত নিদর্শন-স্বরূপ সন্তান সংসারে ভূমিষ্ঠ হয়।

মোটামুটি জন্মকথা কহিলাম। এখন আমার যাহা বক্তব্য তাহা মন দিয়া শ্রবণ করিও। এই যে সৃষ্টির ইন্দ্রিয়, এই যে জননের যন্ত্র, তাহাকে বিশ্বমাতার সৃষ্টিশক্তির ক্রীড়াক্ষেত্র বলিয়া গণনা করিও, খেলার জিনিষ বলিয়া মনে করিও না। পরিণত বয়সে যে যন্ত্রের সাহায্যে স্ত্রীলোকেরা সন্তান গর্ভে ধারণ করিবেন, এবং প্রসব করিবেন, সেই যন্ত্রটীকে কৌতূহলের বশবর্ত্তিনী হইয়া কখনও কোন প্রকারে কলুষিত করিও না। অল্পবয়স্কা বালিকার শরীরে এই জননের যন্ত্র অবিকশিত অবস্থায় থাকে, তাই বলিয়া মনে করিবার প্রয়োজন নাই যে, ইহার গুরুত্ব কম। জননের যন্ত্রকে কোন প্রকারেই অন্যায়রূপে ব্যবহৃত হইতে দিবে না, কাহারও প্ররোচনাতেই এই যন্ত্রটীর উপরে কোনও অত্যাচার করিবে না, এই সঙ্কল্প তোমার অন্তরে সুদৃঢ়রূপে স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। এই যন্ত্র নিজে কখনই অনাবশ্যকভাবে স্পর্শ করিবে না, অপবিত্র উদ্দেশ্যে স্পর্শ করিবে না, স্নানকালে সমস্ত শরীর পরিষ্কারের প্রয়োজন ব্যতীত এবং মূত্রত্যাগের পরে জল-শৌচের সময় ব্যতীত কখনও

স্পর্শ করিবে না,—এই প্রতিজ্ঞা প্রত্যেক কুমারীর করা কর্ত্তব্য। দেহের এই যন্ত্রটীকে কোনও পুরুষ বা স্ত্রীলোক-বন্ধু হাসি-ঠাট্টার অজুহাতে স্পর্শ করিতে পারিবে না, বলপূর্ব্বক স্পর্শ করা ত দূরেরই কথা, এই সঙ্কল্প মনের মধ্যে দৃঢ়মূল করিয়া লও। যে-কথা আজ কয়েকদিন ধরিয়া তোমাকে কহিতেছি, তোমার গুরুগত-প্রাণা মায়ের অনুমতি না পাইলে তাহা আমি তোমাকে কখনই বলিতে পারিতাম না। অনবসর মুহুর্ত্তগুলির মধ্যে কত কষ্টে ফাঁক করিয়া যে কথাগুলি তোমাকে বলিয়াছি, তাহা যেন বিফলে না যায় মা, সেই দিকে তীব্র দৃষ্টি রাখিও। কুসঙ্গ অনেকের সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তোমার যেন না করিতে পারে। কুকথা অনেকের জীবন মাটি করিয়াছে, তোমার যেন না করিতে পারে মা। কদাচারের ফলে অনেকে চির হাহাকারে দিন কাটাইতে বাধ্য হইয়াছে, তোমার যেন সেরূপ না ঘটে মা। কুরুচি অনেকের মাথায় বজ্রাঘাত করিয়াছে, তোমার যেন তাহা না হয় মা। একদিকে তুমি পাইয়াছ পবিত্রচেতা পিতামাতা, অপরদিকে তুমি পাইয়াছ স্নেহ-পরায়ণ গুরু। তোমার জীবন সাধারণ মেয়েদের জীবন অপেক্ষা উন্নত হওয়া উচিত।

শুভাশিষ জানিও। প্রত্যহ ব্যায়াম ও উপাসনা নিয়মিত করিও। সত্যবাদিতা রক্ষার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিও। অসরলতা, বহুভাষিতা ও নিষ্প্রয়োজনীয় বিষয়ে মনোনিবেশ

পরিত্যাগ করিও। আজিকার জগৎ হুজুগে চলিতেছে এবং আজিকার নরনারী হঠাৎ কিছু করিয়া ফেলিবার চেষ্টায় সকল শক্তি ক্ষয় করিয়া নাকাল বনিতেছে। আমার পুত্র-কন্যারা হুজুগ বর্জ্জন করুক, ধীরে -ধীরে আত্মগঠন করুক, যুগব্যাপী প্রয়াসে মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করুক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

তোমার স্নেহের ছেলে,

স্বরূপানন্দ

——

চতুর্থ পত্র

স্নেহের মা অ,—

* * * তোমার মন যেন দিবারাত্রি শ্রীভগবানেরই ধ্যান করে। তোমার যেন জগতে একমাত্র শ্রীভগবান্ ব্যতীত আর আপন কেহ না থাকে। তোমার হৃৎস্পন্দন যেন শ্রীভগবানের মুখ চাহিয়া চলে, তোমার শ্বাসবায়ু যেন শ্রীভগবান্‌কে ভালবাসিয়াই প্রবাহিত হয়, তোমার সমগ্র অস্তিত্বই যেন শ্রীভগবানের হইয়া যায়। তোমার ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান সবই তাঁর পায়ে সঁপিয়া দাও। তাঁহার সহিতই তোমার অন্তরের সকল সম্বন্ধ স্থাপিত হউক। তিনিই তোমার মাতা হউন,

তিনিই তোমার পিতা হউন, তিনিই তোমার ভ্রাতা হউন, তিনি তোমার প্রভু হউন, তিনি তোমার বন্ধু হউন, তিনিই তোমার স্বজন হউন, তিনি তোমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর জীবন-দেবতা হউন। তিনিই হউন তোমার হৃদয়, তিনিই হউন তোমার সর্ব্বস্ব ধন। শ্রীভগবানকে সব কিছু দিয়া যে ভালবাসিতে পারে, জগতের কোনও অপবিত্রতা তাহাকে স্পর্শমাত্রও করিতে পারে না।

শুভাশিষ জানিও। আমি শীঘ্রই তোমাদিগকে দেখিতে তোমাদের নিকটে আসিতেছি। আমি আসিয়া যেন তোমাদের প্রত্যেকের মুখচ্ছবিতে স্বর্গীয় পবিত্রতার বিমল বিভা দর্শন করিতে পাই। আসিয়া দেখিতে চাহি, তোমাদের অন্তর-বাহির শ্রীভগবান্‌-ময় হইয়া গিয়াছে।

শ্রীভগবানের চিন্তাই যে পবিত্রতা-লাভের একমাত্র অমোঘ উপায়, এই কথাকে গভীর বিশ্বাসের সহিত অন্তরে স্থান দাও। তোমার প্রতিবেশিনী প্রত্যেক কুমারীকে এই বিশ্বাসের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত কর এবং এই বিশ্বাসের বলে বলীয়সী কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

পঞ্চম পত্র

শ্রীগুরু-ওঙ্কার

শিবপুর, ত্রিপুরা
১০ই বৈশাখ, ১৩৬১

কল্যাণকলিতাসু :—

স্নেহের মা, * * * বাজে কথায় যাহারা দিন কাটায়, কখনো সেই সকল মেয়েরা জগতে কোন সম্মান বা পূজা অর্জ্জন করে না। তুমি সর্ব্বপ্রযত্নে বাজে কথা বর্জ্জন করিও, বাজে চিন্তা পরিহার করিও। মনে মনে যাহারা বাজে চিন্তা করে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহাদের মুখ হইতে বাজে কথা বাহির হইতে চাহে। বাজে কথায় যাহারা রসনাকে নিয়োজিত করে অজ্ঞাতসারে তাহাদের মন বাজে চিন্তায় পূর্ণ হইয়া যায়। কথার সহিত চিন্তার বড় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। একটিকে সংযত করিলে অপরটি আপনিই সংযত হইয়া যায়। একটি অসংযত হইলে অপরটি আপনি অসংযত হয়।

যে কথায় চিত্ত পাপ-ভাবে আচ্ছন্ন হয়, কেবল সেই কথাই যে তোমার বর্জ্জনীয়, তাহা নহে। এমন অনেক কথা আছে, যাহা লালসা-বর্দ্ধক নহে, নিকৃষ্ট ভোগের প্ররোচক নহে, তথাপি বাজে কথা। তাহাও তোমার বর্জ্জনীয়। জিজ্ঞাসা করিতে পার, কোন্‌টি বাজে কথা, কোনটী কাজের কথা, তাহা তুমি বুঝিবে কি করিয়া? বুঝিবার উপায় আমি বলিয়া দিতেছি।

মানুষের একটা ভবিষ্যৎ আছে। একটা একটা করিয়া মানুষ লইয়া অসংখ্য নরনারীর সমাবেশে একটী জাতি হয়, সেই জাতিরও একটা ভবিষ্যৎ আছে। যে কথার আলোচনা দ্বারা তোমার নিজের ভবিষ্যৎ-মঙ্গল সাধিত হইবার সম্ভাবনা, তাহা বাজে কথা নহে, তাহাই প্রকৃত কাজের কথা। যে কথার আলোচনার ফলে তোমার মধ্যে আত্মগঠনের প্রবৃত্তি জাগিবে, জাতির ভিতরে মনুষ্যত্বের সাধনা সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে, বর্ত্তমানের অসম্পূর্ণতাগুলি দূরীভূত করিয়া নিজ চরিত্রকে মহীয়ান্ করিয়া তুলিবার উদগ্র উচ্চাকাঙ্ক্ষা উদ্দীপিত হইবে, তাহা বাজে কথা নহে, তাহাই কাজের কথা। যে কথার আলোচনা করিলে একটি অসংযমী জাতি সংযত হয়, ইন্দ্রিয়পরায়ণ জাতি জিতেন্দ্রিয় হয়, স্বার্থপর জাতি নিঃস্বার্থচেতা হয়, কুরুচিক্লিষ্ট জাতি সন্নীতি-শাসিত হয়, চপলচিত্ত জাতি ধীর স্থির অচঞ্চল হয়, তাহা বাজে কথা নহে, তাহাই কাজের কথা। যে কথার আলোচনা করিলে অধার্ম্মিক জাতি ধার্ম্মিক হয়, লোভী জাতি ত্যাগী হয়, ক্ষুদ্র সুখে প্রমত্ত জাতি মহত্তম সুখের প্রতি আকৃষ্ট হয়, পাপ-প্রবণ জাতি পুণ্যপন্থী হয়, তাহা বাজে কথা নহে, তাহাই কাজের কথা। যে কথার আলোচনা করিলে অলস উদ্যমশীল হয়, স্বপ্নবিলাসী কর্ম্মপরায়ণ হয়, মোহতন্দ্রিত বিবেকোৎফুল্ল হয়, সর্ব্ব সাফল্যে নিরাশ জাতি আত্মবিশ্বাসী হয়, দুর্ব্বল সবল হইতে চাহে, তাহা বাজে কথা নহে, তাহাই কাজের কথা। কিন্তু যে কথার আলোচনায় তোমার নিজের

বা সমগ্র দেশ ও জাতির এইরূপ কোনও মহৎ মঙ্গল সাধিত হইবার সুদূর সম্ভাবনাও নাই, যদি কুরুচিমুক্তও হয়, তবু তাহা কাজের কথা নহে, তাহা বাজে কথা। কয়েকটী দৃষ্টান্ত দিব।

তোমার দাদার ছেলের অন্নপ্রাশনে এক কুটুম্বিনী সৌখিনা রমণী চটকদার রেশমী শাড়ী পরিয়া আসিয়াছেন। তুমি তাহার সহিত এই শাড়ীর আলাপে ডুবিয়া গেলে। পার্শি শাড়ী, না বোম্বাই শাড়ী, মাদ্রাজী শাড়ী, না বেনারসী শাড়ী, সবুজ শাড়ী, না জরদা শাড়ী,—এই তর্কে দুই ঘণ্টা কাটাইয়া দিলে। এই আলোচনায় কুৎসিত কুরুচি কিছু নাই, কিন্তু ইহা নিতান্তই বাজে কথা। কারণ, শাড়ীর বংশাবলি আলোচনায় তোমার চরিত্রমধ্যে কোনও অভিনব মহত্ত্ব সঞ্চিত হইবার সম্ভাবনা নাই, অথবা ইহাতে তোমার জাতির ভবিষ্যৎ-ভাগ্যের উন্নতি-সাধনের কোনও উপযোগিতা নাই।

আজ হয়ত আকাশের এক কোণে একটু মেঘ দেখা যাইতেছে, কাল হয়ত মেঘ ছিল না। বান্ধবীদের সহিত আকাশের অবস্থা আলোচনায় দুই ঘণ্টা কাটাইয়া দিলে। এই আলাপে কুরুচি নাই, কিন্তু ইহা বাজে কথা, কারণ ইহা দ্বারা তুমি চরিত্র-সাধনার পথে কোন নূতন পাথেয় সংগ্রহ করিতে পার নাই।

কোনও কোনও মেয়েরা হয়ত প্রকাশ্য স্থানে নৃত্য করিয়া যশ অর্জ্জন করিতে চেষ্টা পাইতেছে। রমলা বসু ভাল নাচে,

না কমলা গুহ ভাল নাচে ; মণিকা সেনের ভঙ্গিমা ভাল, না কণিকা দাসের ভঙ্গিমা ভাল ; বরুণা গুপ্তের রং ফরসা, না অরুণা ঘোষের রং ফরসা, ইহা নিয়া আলোচনা করিয়াই দুই ঘন্টা কালক্ষয় করিলে। এই আলোচনাতে অশ্লীলতা না থাকিতে পারে, কিন্তু এই আলোচনার ফলে তোমার ভিতরে যদি মনুষ্যত্ব-লাভের পিপাসা ও নিষ্পাপ থাকিবার সঙ্কল্প না বৰ্দ্ধিত হইল, তবে এই আলোচনা নিতান্তই বাজে আলোচনা, নিতান্তই বৰ্জ্জনীয় আলোচনা।

সহরের এক প্রান্তে একটা খুন হইয়া গিয়াছে। খুনের কারণ সম্বন্ধে, নিহত ব্যক্তির পূর্ব্বজীবন সম্বন্ধে, যেখানে হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান হইয়াছে, সেই স্থানটির সম্বন্ধে এবং হত্যাকারী সম্বন্ধে কত লোক কত কথা বলিয়া বেড়াইতেছে। আলোচনায় তুমিও যোগ দিলে এবং নানা চিত্তচমৎকারী গল্প-গুজবে কয়েক ঘন্টা কাল একটি পলকেই যেন অতিক্রান্ত করিয়া দিলে। এই আলোচনার মধ্যে হয়ত সুরুচিবিরুদ্ধ বা শ্লীলতার হানিজনক কিছু না থাকিতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই এইরূপ আলোচনার দ্বারা তুমি তোমার অন্তরের নৈতিক শক্তিকে জাগ্রত করিবার সাহায্য পাও নাই। দেশকে, জাতিকে মহৎ করিয়া গড়িয়া তুলিবার কোনও প্রেরণা পাও নাই। সুতরাং ইহা কাজের কথা নহে, ইহা বাজে কথা।

খবরের কাগজে পড়িয়াছ, কে একটী মেয়ে বিলাতে যাইয়া

পিতামাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই একজন নিকট আত্মীয়কে বিবাহ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়াছে এবং এক্ষণে স্বামীর সহিত বনিবনা না হওয়াতে আদালতের সাহায্যে বিবাহ-বিচ্ছেদের চেষ্টা করিতেছে। একটি সখীর সহিত দেখা হইল, আর এমনি দুই সখীতে এই আলোচনার সমুদ্রে ডুব দিলে। হয়তো তোমরা একটিও কুরুচির পরিচায়ক কথা বল নাই, তথাপি এ আলোচনা নিতান্ত বাজে, যদি এই আলোচনা তোমাকে চরিত্রের দৃঢ়তা-অর্জ্জনে উৎসাহ না দিয়া থাকে, তোমার দেশ ও জাতিকে সর্ব্বপ্রকার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবনতির পঙ্কাবর্ত্ত হইতে উদ্ধার করিবার প্রেরণা না যোগাইয়া থাকে।

কোনও একটা সামাজিক ভোজে বা উৎসবে তোমাকে তোমার মত বয়সের অনেক যুবকের সহিত হয়ত মিলিতে হইয়াছিল। সখীদের সহিত কথা আরম্ভ হইল। কোন্ যুবকটি নানা ছল-ছুতা করিয়া তোমার সহিত কুটুম্বিতা পাতিবার চেষ্টা করিতেছিল, কোন্ যুবকটি গায়ে পড়িয়া আলাপ জমাইবার যত্ন পাইতেছিল, কোন্ ছেলেটি ভেড়াকান্ত-মার্কা টেড়ী বাগাইয়া প্রয়োজনে নিষ্প্রয়োজনে তোমার গা ঘেঁষিয়া যাতায়াত করিতে-ছিল, কোন্ ছেলেটি কোন্ আচরণে তার চপলতার পরিচয় দিতেছিল, এই সব আলোচনায় লাগিয়া গেলে। হয়ত একটিও সুরুচিবিরোধী অন্যায় কথা তুমি উচ্চারণ কর নাই। কিন্তু এই কথাগুলি না দিল তোমার মধ্যে কোনও মহৎ সঙ্কল্প বা না

করিল তোমার মানসিক কোনও উন্নতি-সাধন। একথা বাজে কথা।

দৃষ্টান্ত অনেকগুলি দিলাম। এখন একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারিবে, সমগ্র দিনে যতগুলি আলোচনায় তুমি যোগ দাও, তার মধ্যে কতগুলি প্রকৃত কাজের, আর কতগুলি নিতান্ত বাজে।

তোমাকে জীবনে উন্নতি করিতে হইবে। শত শত কুমারী মেয়ে যদি পুণ্যভূমি ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও নিজ জীবনের গভীর দায়িত্ব অনুভব না করিয়া থাকে, তবু তোমাকে যা তাহা করিতে হইবে। একটি স্বরূপানন্দ-সন্তানের জন্মও বৃথা যাইবার জন্য নহে! পুরুষ হউক, স্ত্রীলোক হউক, কুমারী হউক, সধবা হউক, স্বরূপানন্দ-সন্তানকে আত্মোন্নতি সাধন করিতে হইবে, জগৎ-কল্যাণ-কল্পে অভাবনীয় কিছু ত্যাগ করিতে হইবে। বাজে কথার মাথায় পদাঘাত কর। যে কথা কহিলে জীবন জাগে, মৃত-সঞ্জীবন ঘটে, সেই কথা ছাড়া ব্রহ্মাণ্ডের আর সব কথা ভুলিয়া যাও। ভবিষ্যৎ ভারতের নয়নমনোহর ভুবন-মোহন অপরূপ-সুন্দর শ্রীমূর্ত্তির পানে আজ প্রত্যেক স্বরূপানন্দ-সন্তান তাকাও। তোমাদের চিন্তা ইতিহাসকে সৃষ্টি করুক, তোমাদের বাক্য ইতিহাসকে পুষ্ট করুক। রমণী হইয়া জন্মিয়াছ, অতি শৈশবেই জীবনের প্রথম অরুণোদয়ে শিক্ষা করিয়াছ পুতুল-খেলা। চরিত্রের শক্তিতে, তপস্যার বীর্য্যে, পবিত্রতার

মাধুর্য্যে, নিষ্পাপতার সৌন্দর্য্যে জড় পুতুলে প্রাণ সঞ্চারিত কর, অর্দ্ধমৃত ভারতকে জাগাও, তাহাকে বাঁচাও। চপলচরিত্রা ভোগ-বিলাসিনীদের দিক্ হইতে নয়ন তোমার তুলিয়া আন, ত্যাগ-মধুর স্নিগ্ধ সুষমা তোমার দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করুক। * * * কুশলে আছি। শুভাশিস জানিও। ইতি—আশীর্ব্বাদক

তোমার স্নেহের
স্বরূপানন্দ

ষষ্ঠ পত্র

শ্রীগুরু-ওঙ্কার

শিবপুর, ত্রিপুরা
১০ই বৈশাখ, ১৩৪১

নিত্যাশীর্ভাজিনীষু:—

স্নেহের মা, তোমার মায়ের পত্র পাইলাম। পত্রখানা তোমার পাঠের জন্য এই সঙ্গেই দিলাম। * * * তোমার মত বয়সে অল্প দিবসের মধ্যেই স্ত্রীলোকের শরীরে নানারূপ অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটে। এই সকল পরিবর্ত্তন দেখিয়া মোটেই ভয় পাইয়া যাইও না। প্রত্যেক স্ত্রীলোকেরই এই বয়সে এইরূপ হয়। এই বয়সে তোমার মায়ের শরীরে এইরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। এই বয়সে তোমার মাতামহী এবং পিতামহীর শরীরেও এইরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। যাহা প্রত্যেকের হইয়াছে, যাহা প্রত্যেকের হইবে, তাহা লইয়া কোনও প্রকার দুশ্চিন্তা করা ভুল।

তাহা লইয়া মনের মধ্যে কোনও তীব্র কৌতূহল পোষণ করাও ভ্রম। তোমার এখন যৌবনের বিকাশ ঘটিতেছে। যৌবনে শরীরের প্রতি অঙ্গ এবং প্রতি প্রত্যঙ্গ বিকশিত হয়,—সূর্য্যের উদয়ে যেমন ফুলের কুঁড়িটী প্রস্ফুটিত হয়। যৌবনের ধর্ম্মে শরীরে যে সকল দ্রুত পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে, তাহার দিকে মনকে লাগাইয়া রাখিতে যাইয়া মনের শক্তিকে বৃথা খরচ করিও না। এই সময়ে সমস্ত মনকে ভগবানের মধ্যে ডুবাইয়া দিতে হয়, দেহকে একেবারে ভুলিয়া যাইতে হয়। কোন্ অঙ্গের কি পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, তাহা লইয়া চিন্তা-নিমগ্না না হইয়া কর্ত্তব্য হইতেছে দেহের প্রত্যেকটী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে পবিত্র ও পরিষ্কৃত রাখা এবং জীবনটীকে ভগবানের কাজে সমর্পণের জন্য অন্তরে ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষার পোষণ করা। শরীরের ধর্ম্মে শরীর বাড়ুক, তুমি সেই দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া মনকে পরম প্রেমময় শ্রীভগবানের সহিত যুক্ত করিয়া রাখ।

একবারের জন্য কল্পনা করিতে চেষ্টা পাইও না, কে তোমার দিকে তাকাইয়া আছে, জানালার ফাঁক দিয়া কে তোমার দিকে উঁকি মারিতেছে। দেহকে পবিত্র রাখ, আর অনুক্ষণ পরম-প্রেমস্বরূপ শ্রীভগবান্‌কে হৃদয়ে বসাইয়া পূজা কর। সংসারের সকল ভালবাসা তোমার পক্ষে মিথ্যা হউক, ভগবান্‌কে ভালবাসাই তোমার পক্ষে একমাত্র সত্য হউক। কোনও মানুষ

তোমার দিকে তাকাইতেছে মনে করিয়া বেশভূষা নির্ব্বাচন করিও না বা দেহ-সজ্জা বিধান করিও না। ভগবান্ তোমাকে চাহিতেছেন, ভগবান্ তোমাকে ডাকিতেছেন, ভগবান্ তোমার সর্ব্বেন্দ্রিয়ের ক্ষুধা মিটাইবার জন্য তোমাকে আপন করিয়া লইতে ব্যাকুল হইয়াছেন, এই বুদ্ধি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া ভগবানের তৃপ্তির জন্য বেশ পর, ভূষা পর, চিকুরদামের যত্ন লও। তোমার লক্ষ্য হউক,—ভগবানের সেবা, ভগবানের প্রীতি-সম্পাদন।

যৌবনোদ্গমে তোমার শরীরস্থ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যেমন বিকাশ ঘটিতেছে, ভগবানের চিন্তনের ফলে তোমার মনেরও তেমন বিকাশ সাধিত হউক। তোমার দেহের যেমন সৌষ্ঠব বর্দ্ধিত হইতেছে, তোমার মনেরও তেমন সৌষ্ঠব বর্দ্ধিত হউক। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড-পতিকে বুকে ধরিবার শক্তি তোমার মধ্যে প্রকটিত হউক। তোমার হৃদয় হউক এত উদার, যেন কোনও ক্ষুদ্র স্নেহ তোমাকে মুহ্যমানা করিতে না পারে। অসীম পরমেশ্বরের অসীম প্রেমই তোমাকে আলিঙ্গন প্রদান করুক। তোমার অন্তর বিকশিত হউক, তুমি উপলব্ধি করিতে সমর্থ হও, তুমি তোমার নহ, তুমি শ্রীভগবানের।

আমার ভগবৎ-পরায়ণা ধর্ম্মকন্যা তোমার মাতার নিকট আমি আরও অনেক বিষয় লিখিলাম। সেই সকল বিষয়

তাহার নিকট শ্রবণ করিও। সর্ব্বদা মনে রাখিও, তুমি ভগবানের প্রাণের ধন।

শুভাশিষ জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

সপ্তম পত্র

জয়গুরু পরমাত্মা

হবিগঞ্জ, শ্রীহট্ট
২০শে বৈশাখ, ১৩৪১

শুভান্বিতাসু :—

স্নেহের মা, এইমাত্র এখানকার টাউনহল হইতে সাতঘণ্টা-কালব্যাপী বক্তৃতা দিয়া আসিলাম। বিকাল চারিটায় মহিলাদের সভা হয়, ঠিক সাতটায় সভা ভঙ্গ করিয়া পুনরায় এগার ঘটিকা পর্য্যন্ত পুরুষদের সভা হয়। বিষয়—সংযম ও সাধনা। তুমি শুনিয়া সুখী হইবে যে, সংযমের কথা শুনিবার জন্যও লোকের এত আগ্রহ হইয়া থাকে যে, টাউন-হলে তিল ধারণের স্থান ছিল না এবং সম্মুখের সদর রাস্তা পর্য্যন্ত লোকারণ্য হইয়াছিল।

কিন্তু মহিলাদিগকে কি বলিলাম, তাহা সম্পূর্ণ লিখা এখন সম্ভব নহে। কিন্তু বিশেষ করিয়া কুমারীদিগকে আমি কয়েকটা কথা বলিয়াছি, যাহার সংক্ষিপ্ত সারমর্ম্ম তোমাকে শুনাইব। আমি বলিয়াছি, প্রত্যেক কুমারীর একথা স্মরণ করা কর্ত্তব্য যে,

তাহার নিকট শ্রবণ করিও। সর্ব্বদা মনে রাখিও, তুমি ভগবানের প্রাণের ধন।

শুভাশিষ জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

সপ্তম পত্র

জয়গুরু পরমাত্মা

হবিগঞ্জ, শ্রীহট্ট
২০শে বৈশাখ, ১৩৪১

শুভান্বিতাসু:—

স্নেহের মা, এইমাত্র এখানকার টাউন হল হইতে সাতঘন্টা-কালব্যাপী বক্তৃতা দিয়া আসিলাম। বিকাল চারিটায় মহিলাদের সভা হয়, ঠিক সাতটায় সভা ভঙ্গ করিয়া পুনরায় এগার ঘটিকা পর্য্যন্ত পুরুষদের সভা হয়। বিষয়—সংযম ও সাধনা। তুমি শুনিয়া সুখী হইবে যে, সংযমের কথা শুনিবার জন্যও লোকের এত আগ্রহ হইয়া থাকে যে, টাউন-হলে তিল ধারণের স্থান ছিল না এবং সম্মুখের সদর রাস্তা পর্য্যন্ত লোকারণ্য হইয়াছিল।

কিন্তু মহিলাদিগকে কি বলিলাম, তাহা সম্পূর্ণ লিখা এখন সম্ভব নহে। কিন্তু বিশেষ করিয়া কুমারীদিগকে আমি কয়েকটা কথা বলিয়াছি, যাহার সংক্ষিপ্ত সারমর্ম্ম তোমাকে শুনাইব। আমি বলিয়াছি, প্রত্যেক কুমারীর একথা স্মরণ করা কর্ত্তব্য যে,

তাহাদের জীবনের একটা মূল্য আছে এবং সেই মূল্যটা নিতান্ত তুচ্ছ রকমের কিছু নহে। কোনও কুমারী যেন কখনও নিজেকে সস্তা মনে না করে এবং নিজের মর্য্যাদার হানিজনক কোনও কার্য্যকে কখনও সমর্থন না করে। আরও বলিয়াছি, কোনও কুমারীই যেন কাহারও নিকট হইতে গোপনে কোনও উপহার গ্রহণে সম্মত না হয়, কোনও কুমারীই যেন গোপনে কাহারও আদর সোহাগ কুড়াইতে চেষ্টা না করে। পুষ্প যেমন পাদস্পৃষ্ট হইলে আর দেবপূজায় লাগে না, কুমারী তেমন কাহারও নিকট হইতে গোপন আদর-সোহাগ পাইবার পরে কোনও মহৎ কার্য্যের যোগ্য থাকে না। গোপনতার সুযোগ লইয়াই পবিত্রা কুমারীর জীবনে অপবিত্রতা স্বকীয় অধিকার স্থাপন করে, তার পুণ্যময় অন্তঃকরণে পাপের কৃতান্ত-দূত প্রবেশ করে। কুমারীর জীবনে গোপনতার স্থান নাই।

মনে হইল, বিদ্যালয়গামিনী প্রত্যেকটী কুমারী মেয়ে আমার কথার মর্ম্ম বুঝিয়াছে। বক্তৃতান্তে যখন তাহারা ঘরে ফিরিয়া গেল, কেহ কেহ নিঃসঙ্কোচে আমাকে বলিয়া গেল, আপনি যাহা বলিলেন, একথা প্রত্যেক কুমারীর শুনিবার প্রয়োজন আছে।

বাস্তবিকই শুনিবার প্রয়োজন আছে। অবরোধ-প্রথা ক্রমশঃ দূরাপসারিত হইতেছে। স্ত্রীজাতির প্রাপ্য স্বাধীনতার ক্রমশঃ বিকাশ ঘটিতেছে। জোর করিয়া অন্তঃপুরাবদ্ধা করিয়া রাখিলেই যে সতীত্ব রক্ষা করা যায় না একথা সকলের ক্রমশঃ

উপলব্ধিগম্য হইতেছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ত' পুরুষজাতির অন্তরে ধর্ম্ম রক্ষার, নারীমর্য্যাদা রক্ষার আকাঙ্ক্ষা তীব্রতর করিবার ব্যবস্থা কিছু হয় নাই! ফলে আমিষলোভী শ্যেনপক্ষীর ন্যায় আততায়ী বহু পুরুষ নিজ প্রকৃত মূর্ত্তি গোপন করিয়া আত্মীয়তার ছলে, বন্ধুত্বের ছুতায়, উপকারকের ভাণে, স্নেহ-প্রেমের কপট অভিনয়ে মুগ্ধ করিয়া কত কুমারীর পবিত্র চরিত্রের উপরে অবর্ণনীয় কলঙ্কের দুরপনেয় ছাপ রাখিয়া যাইতেছে। কেহ হয়ত আপন কলঙ্ক লোক-লজ্জা হেতু প্রাণপণ যত্নে গোপন করিয়া যাইতেছে, কিন্তু যতই বল আর যতই কহ, কলঙ্কিনীর অন্তরে কখনও বিমল শান্তির উদয় সম্ভব হইতে পারে না। ভারতের কুমারীদিগকে কপট বন্ধুর অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য বাস্তবিকই সতর্কতার বাণী প্রচারের আবশ্যকতা আছে।

এই বাণী আমি আজ একাকী প্রচার করিতেছি। আমি মা তোমাদের মুখপানে চাহিয়া আছি, কবে মা তোমরা আসিয়া এই গুরুতর কর্ত্তব্যভার নিজেদের স্কন্ধে তুলিয়া লইবে। ভারতের প্রত্যেক নারী আজ কুমারীদের পবিত্রতাকে কপটী লম্পটের পক্ষে দুর্ভেদ্য করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য প্রাণপাত করিতে দৃঢ়-সঙ্কল্পবতী হউক। বিশেষতঃ যাহারা ধর্ম্মার্থে জগৎকল্যাণার্থে চিরকৌমার্য্যের ব্রত গ্রহণ করিয়াছে, আজ আমার নয়নানন্দ-বিধায়িনী সেই কন্যারা ভারত-শক্তির

নব-অভ্যুদয়ের ভিত্তি-স্বরূপিণী কুমারী বালিকাদের জীবনগঠনে আগুয়ান হইয়া ছুটিয়া আসুক।

আগামী কল্য হবিগঞ্জ পরিত্যাগ করিব। প্রেমিক সাধু স্বামী দয়ানন্দের বৃদ্ধ পিতা ও বৃদ্ধা মাতা আমাকে সন্তান জ্ঞানে স্মরণ করিয়াছেন। যে দম্পতীর কুটীর হইতে বহুজন-সুখদাতা বহুনয়নজ্ঞানবিধাতা মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, কল্য প্রাতে তাঁহাদিগকে দর্শনান্তর ট্রেণে চাপিব। তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া কি আনন্দ লাভ করি, তাহা আমি পর-পত্রে তোমাকে বর্ণনা করিব। অথবা বলিবারই বা দরকার কি, সংযমী পিতা ও সংযমিনী মাতার ঔরসে ও গর্ভেই ত্রিলোক তাপ-নাশন সন্তানের জন্মলাভ হইয়া থাকে। বিবাহের পূর্ব্বে যে পুরুষ বা যে নারী পবিত্রতার সাধনা করে নাই, বিবাহিত-জীবনে হঠাৎ করিয়া তাহারা আদর্শ মানব-মানবীতে পরিণত হইতে পারে না। ইঁহাদিগকে দর্শন করিয়া নিশ্চিতই আমার এই ধারণাই দৃঢ়তর-রূপে বদ্ধমূল হইবে যে, ব্রহ্মচর্য্যই ভারতের অভ্যুদয়ের মূলমন্ত্র।

পরিশ্রমে অতিমাত্রায় পরিবেষ্টিত হইলেও আমি ক্লান্ত হই নাই এবং কুশলে আছি। * * * তোমাদের সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল-সংবাদে সুখী ও নিশ্চিন্ত করিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

অষ্টম পত্র

জয় মা

গোবিন্দপুর, ময়মনসিংহ
৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১

নিত্যাশীর্ব্বাভাজিনীষু :—

স্নেহের মা, এইমাত্র সন্নিকটবর্ত্তী গাঙ্গাটিয়া নামক গ্রাম হইতে আসিলাম। তোমার চেয়ে বয়সে ছোট কতকগুলি মেয়ে যৌগিক আসন-মুদ্রা অভ্যাসে যে আগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছে, তাহা বলিবার নহে। গাঙ্গাটিয়ার চক্রবর্ত্তী-চৌধুরীরা অত্যন্ত গোঁড়া এবং আত্মমর্য্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন জমিদার। আমি যে আমার বক্তৃতার দ্বারা তাঁহাদের ঘরের কুমারী মেয়েদিগকে প্রকাশ্য সভাস্থলে যৌগিক আসন-মুদ্রা অভ্যাসে প্রণোদিত করিতে পারিব, এতটা প্রথমে মনে করি নাই। কিন্তু দেখিলাম সত্যের সমাদর সর্ব্বত্রই আছে।

মেয়ে কয়টী যখন যৌগিক আসন ও মুদ্রাগুলি যত্নপূর্ব্বক অভ্যাস করিতেছিল, তখন মা বারংবার তোমার কথা আমার মনে পড়িতেছিল। তুমি যেদিন বড় হইবে এবং উপযুক্ততা লাভ করিবে, তখন মেয়েদের মধ্যে যৌগিক ব্যায়াম-পদ্ধতিকে প্রচলিত করিবার জন্য যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করিতে পারিবে এবং তুমি নিজে মেয়ে বলিয়াই তোমার চেষ্টা অতি সহজে ফলোপধায়ক হইবে।

কিন্তু জীবকল্যাণ করিতে নামিবার আগে তোমার নিজের সুকঠোর আত্মগঠন প্রয়োজন। অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে সর্ব্বপ্রকার বিলাস-কামনাকে উন্মুলিত করিতে হইবে।

হৃদয়ের কোনও কোমল কোণে যদি বিন্দুমাত্র ভোগ-বাসনা লুকায়িত-ভাবে থাকিয়া থাকে, তবে বারংবার আত্মপরীক্ষা ও আত্মানুসন্ধানের দ্বারা তাহাকে সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাসিত করিতে হইবে। ত্যাগ ও সংযমের উপরে যাহার জীবন প্রতিষ্ঠিত, ভারতের অভ্যুদয়-সাধনায় তাহার দানই অমোঘ এবং প্রাণপ্রদ জানিও।

কুমারী-জীবনে পবিত্রতা রক্ষা করিতে হইলে সধবা-জীবনের পঙ্কিল আচরণ-সমূহের চিন্তা ও আলোচনা সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিতে হইবে। সধবারা কে কি ভাবে স্বামিসঙ্গে সুখ-বিলাসে মগ্ন হয়, এই সকল গল্প তোমার নিকটে অনেক সধবা বন্ধু করিতে আসিবেন। তাহাদের চটুল রসনাকে স্তব্ধ করিয়া দিবার সামর্থ্য তোমার চাই। নবপরিণীতা প্রতিবেশিনী তোমার মনে বিবাহিত জীবনের ভোগলোলুপতাকে উত্তেজিত করিবার জন্য এমন বহু আলোচনার অবতারণা করিতে আসিতে পারে, যাহা শ্রবণ তোমার কুমারী-মর্য্যাদার বিরোধী। তাহাদের বাক্-চপলতাকে শান্ত করিয়া দিবার উপায় তোমার জানা চাই। আজ তেমন একটি উপায় তোমাকে শিখাইব।

কলিকাতাতে তুমি তোমার ধর্ম্ম-ভগ্নী অঞ্জলিকে *

---

* শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের জনৈকা ধর্ম্মকন্যা। মূল পত্রে তাহার স্বামীর নামটি ছিল। পরিচয় প্রকাশ নিষ্প্রয়োজন জানিয়া মুদ্রণ-কালে স্বামীর নামটি প্রচ্ছন্ন রাখা হইল।

দেখিয়াছ। বিবাহের পর হইতে একাদিক্রমে আট বৎসর কাল স্বামীর সঙ্গে বাস করিয়াছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোনও প্রকার দৈহিক সম্বন্ধ তাহাদের স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে স্থাপিত হয় নাই। একজন আর একজনকে প্রাণ দিয়া ভালবাসে, অঞ্জলি তাহার স্বামী ব্যতীত অপর পুরুষকে জানে না, স্বামী একমাত্র অঞ্জলি ব্যতীত অপর নারীকে জানে না। এত প্রেমের গভীরতা, একত্রে করিতেছে বাস, এক শয্যায় করিতেছে শয়ন, একের অভাবে অপর জীবনকে নিষ্ফল মনে করে, তথাপি এই আট বৎসর কালের মধ্যে একটিবারের জন্য দেহ-সুখ-লালসার পরিতৃপ্তি তাহারা সাধন করে নাই। চটুল-রসনা সধবারা দাম্পত্য জীবনের পঙ্কিল ব্যবহারের আলোচনা তুলিয়া তোমার মনকে বিষাক্ত করিয়া কুমারী-মর্য্যাদার হানি ঘটাইতে আসিলে, তুমি এই পবিত্র কাহিনী বলিয়া তাহাদিগকে লজ্জিত করিয়া দিও। বিবাহ করিলেই স্ত্রীলোক সধবা হয় না, সধবার ধর্ম্ম, সধবার সতীত্ব অঞ্জলির ন্যায় সংযম-পরায়ণা রমণীই রক্ষা করিতে পারেন। অঞ্জলিই যথার্থ সধবা।

এই গোবিন্দপুরে তোমার আর একটি ধর্ম্মভগ্নী রহিয়াছে, যাহার সধবা-জীবনের পবিত্রতার কথা বর্ণনা করিলে অনেক চপলরসনা স্ত্রীলোকের দাম্পত্য-জীবনের কুৎসিত-চিত্রাঙ্কনের চেষ্টা স্তম্ভিত হইবে। মেয়েটীর নাম তুমি আমার মুখে বহুবার শুনিয়াছ, দুই একবার তাহার সহিত তোমার পত্র-ব্যবহারও

হইয়াছে ; মেয়েটী নির্ম্মলা। যেমন তার নাম, তেমনই তাহার চরিত্র। নামেও সে নির্ম্মলা, কাজেও সে নির্ম্মলা। তাহাকে দেখিলে আমার পতিত-পাবনী কলুষ-নাশিনী জাহ্নবী-প্রবাহিনীর কথা মনে পড়ে। নয়ন-মন-বিমোহন সৌন্দর্য্য এবং নিটোল-যৌবন শ্রীভগবান্ তাহার শরীরে দিয়াছেন, কিন্তু ধর্ম্মজীবন লাভের পরে নিজ স্বামীকে বিপথে প্রলুব্ধ করিবার জন্য একবারের জন্য সে তার এইরূপ রূপকে ব্যবহার করে নাই। সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর, সুমধুর ভাষা, অতুলনীয় সেবাপরায়ণতা শ্রীভগবান্ এই রমণীরত্নকে দান করিয়াছেন, কিন্তু ধর্ম্মজীবন লাভের পরে একটিবারের জন্য স্বামীর তপোবিঘ্ন ঘটাইবার জন্য এই সকলের সহায়তা সে গ্রহণ করে নাই। বিবাহের পূর্ব্বে আমি নির্ম্মলাকে বা তাহার স্বামীকে পাই নাই, বিবাহিত হইবার বহু পরে আমি তাহাদিগকে পাইয়াছি এবং বিবাহিত-জীবনের দেশ-প্রচলিত জঘন্যতার মধ্যে বহুবার নিমগ্ন হইয়া মরণাপন্ন অবস্থায় শ্রীভগবানের পবিত্র নামের আশ্রয় লইতে তাহারা আসিয়াছিল। কিন্তু ধর্ম্মজীবন-লাভের পর হইতে নির্ম্মলা সত্য সত্যই নির্ম্মলা হইল, পবিত্রা হইল, শুদ্ধান্তঃকরণা হইল। তাহার চরিত্রের তেজ এত প্রখর হইল যে, আজ এই দশটি বৎসরের মধ্যে একটিবারের জন্য তাহার স্বামী তাহাকে ইতর-সুখ লালসার সঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করিতে চেষ্টা করে নাই।

.... ব্রহ্মচর্য্যের শক্তি নির্ম্মলার মধ্যে এমন অসাধারণত্বের

সঞ্চার করিয়াছে যে, দুই একটি অভাবনীয় অলৌকিক ঘটনাও তাহার সম্পর্কে ঘটিয়া গিয়াছে।………ব্রহ্মচর্য্যই মহাশক্তি, ব্রহ্মচর্য্যই ব্রহ্মবীর্য্যের উৎস, ব্রহ্মচর্য্যই পরমা শান্তির পথ।…… নির্ম্মলাকে অবশ্য বিধাতৃবিহিত বিধানের সম্মান রাখিবার জন্য কালক্রমে সন্তান-জননী হইতে হইবে, কিন্তু এইরূপ একনিষ্ঠা-সম্পন্না, পবিত্রচরিতা রমণীদের আমৃত্যু ব্রহ্মচর্য্যে শত শত কামকাতরা রমণী ব্রহ্মচর্য্যের অমোঘ শক্তিতে বিশ্বাসিনী হইয়া থাকে।

ভোগবিলাসিনী চঞ্চলভাষিণী সধবাদের বাক্যের অসংযম এই সকল পবিত্র দৃষ্টান্তের দ্বারা বিনষ্ট করিও।

কোনও কুমারীর কাণে কোনও বিবাহিতা রমণীর গুপ্ত-জীবন সম্পর্কিত কোনও কদর্য্য কথা প্রবেশ করিতে দেওয়া উচিত নহে। তুমি নিজে কখনও এইসব কথা শুনিও না। অপর কোনও কুমারীকে এইসব কথা শুনিতে দিও না। চিরকৌমার-ব্রত-ধারিণী সঙ্ঘমিত্রা ও নিবেদিতার জীবন-কাহিনীই তোমাদের শ্রবণীয়।

আর যদি কোনও সধবার জীবন-কথা শুনিতে হয়, তবে তাহা প্রাতঃস্মরণীয়া রামকৃষ্ণ সহধর্ম্মিণী শ্রীশ্রীসারদামণি দেবীর। বরিশালের প্রসিদ্ধ নেতা স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্তের সহধর্ম্মিণী এইরূপেই আমৃত্যু স্বামীসহ সংযম-ব্রত পালন করিয়াছিলেন। ময়মনসিংহের অধ্যাপক অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্নীও

এই রকম পবিত্র জীবন যাপন করিতেছেন,—এইরূপ প্রবল জনশ্রুতি শোনা যায়। সধবাদের মধ্যে এইসকল পুণ্যশীলা মহিলাদের চরিত্রই তোমাদের আলোচনীয় হইতে পারে। বহু-সন্তান-প্রসব-ক্লিষ্টা, নিত্য-নরক-দুঃখানুভবকারিণী, অসংযম-পঙ্কলে আকণ্ঠ-নিমগ্না সধবাদের জীবনের কোনও গূঢ় সুখ-দুঃখের কথা তোমরা কখনও চিন্তা বা আলোচনা করিও না।

নিজের অন্তরে অনুভব কর এবং প্রত্যেক কুমারীকে অনুভব করাও যে, কুমারী-জীবনের একটা দায়িত্ব আছে, একটা মূল্য আছে। কুমারী যদি বিবাহিত জীবনের সুখের চিন্তা করে, কিম্বা বিবাহিত নরনারীর অনুষ্ঠিত গোপন সুখের লোভে লুব্ধ হয়, তবে তার মূল্য কমিয়া যায়। কুমারী যদি দেহে ও মনে পূর্ণ পবিত্রতা রক্ষা না করে, দেহের পবিত্রতা বা মনের পবিত্রতাকে যদি সে নষ্ট হইতে দেয়, ইতর সুখের কামনা বা অবৈধ ভোগের লালসাকে যদি সে অন্তরে স্থান দেয়, তবে তার সম্মান কমিয়া যায়, তার গৌরব হ্রাস পায়। কুমারী যদি নিজেকে দেহে ও মনে সর্ব্বতোভাবে নিষ্কলঙ্ক রাখিতে প্রয়াসিনী না হয়, তাহা হইলে জগতের মঙ্গল-মূলক কোনও মহাকার্য্যের দায়িত্ব-গ্রহণে সে সমর্থ হয় না।.........শুভাশিষ জানিও। কুশলে আছি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

নবম পত্র

ওঙ্কার-গুরু

শিলমান্দি, ঢাকা
১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা, আমার পূর্ব্বলিখিত পত্রখানা পাও নাই জানিয়া দুঃখিত হইলাম। পত্রের কোনও নকল আমার নিকটে নাই। কঠোর শ্রম একাকী করিতে হইতেছে, সকল পত্রের নকল রাখা সম্ভব হইতেছে না। আমার পূর্ব্বপ্রেরিত পত্রের যাহা যাহা স্মরণ আছে, তাহা পুনরায় এই পত্রে লিখিলাম।

তোমার যাহা বয়স, সেই বয়সে ইন্দ্রিয়সমূহ অতি দ্রুত বিকশিত হইতে থাকে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, প্রভৃতি প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের শক্তি এই সময়ে বাড়িতে থাকে। তাহার কারণ এই যে, সমগ্র শরীর ব্যাপিয়া স্নায়ুসমূহ এই সময়ে তোমার শরীরের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে।

স্নায়ুগুলি কি রকম জান? অতি সূক্ষ্ম তারের মত ইহারা সমগ্র শরীর ব্যাপিয়া বিরাজিত রহিয়াছে। সহরে বাস কর, সুতরাং বিদ্যুতের তার দেখিয়াছ। একটা মূল বিদ্যুৎ-কেন্দ্র হইতে তারের সাহায্যে বিদ্যুৎ সহরের চতুর্দ্দিকে যাতায়াত করিতেছে। একটি তারের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ যায়; আবার অপর একটি তারের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ ফিরিয়া আসে এবং সমগ্র সহরটাই বিদ্যুতের তারে তারে আচ্ছন্ন হইয়া

রহিয়াছে। ঠিক তেমনি তোমার শরীরের মধ্যে সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া কতগুলি সূক্ষ্ম তারের মত রহিয়াছে। এইগুলিকে বলে স্নায়ু। শক্তির মূলকেন্দ্র মস্তিষ্ক। মস্তিষ্ক হইতে কতকগুলি স্নায়ু অবলম্বন করিয়া শক্তিস্রোত সমগ্র শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রবাহিত হইতেছে, আবার শরীরের প্রত্যেক অংশ হইতে অনুভূতি-সমূহ কতগুলি স্নায়ুর সাহায্যে মস্তিষ্কে আসিয়া পৌঁছিতেছে। মনে কর, তুমি একটুকরা জ্বলন্ত অঙ্গারে হাত দিয়াছ। হাত দিবামাত্র অগ্নির উত্তাপ তোমার আঙ্গুলে লাগিল। যে সকল স্নায়ু অনুভূতি-সমূহকে মস্তিষ্কে বহন করিয়া লইয়া যায়, সেই সকল স্নায়ু তোমার হাতের আঙ্গুলেও রহিয়াছে। উত্তাপ হাতে লাগিবামাত্র স্নায়ুগুলি এই উত্তাপের জ্বালাটাকে দ্রুত বহন করিয়া মস্তিষ্কে নিয়া পৌঁছাইয়া দিল। তখন মস্তিষ্ক হইতে আর এক প্রকারের স্নায়ুর মধ্য দিয়া শক্তি-স্রোত তোমার হস্তের, বাহুর ও অঙ্গুলির সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হইল। সেই শক্তির বলে তুমি আগুন হইতে তৎক্ষণাৎ হাত সরাইয়া নিতে সমর্থ হইলে। মনে কর, তুমি একটি অতি কোমল বস্তুর উপরে হাত দিয়াছ। হাত দিবা মাত্র বস্তুটীর কোমলতা তোমার হস্তে অনুভূত হইল। যে সকল স্নায়ু অনুভূতিসমূহকে মস্তিষ্কে বহন করিয়া লইয়া যায়, সেই সকল স্নায়ু কোমল বস্তুর সুখপ্রদ অনুভূতিটুকুকে বহন করিয়া মস্তিষ্কে পৌঁছাইয়া দিল। তখন হয়ত তোমার মনে

ইচ্ছা জন্মিল এই কোমল সুখপ্রদ অনুভূতিটুকুকে আরও বেশী করিয়া পাইবার জন্য। মস্তিষ্ক হইতে আর এক প্রকারের স্নায়ুর মধ্য দিয়া শক্তিস্রোত তোমার হস্তে ও অঙ্গুলিতে সঞ্চারিত হইল এবং সেই শক্তির বলে কোমল বস্তুটীকে তুমি দৃঢ়তার সহিত চাপিয়া ধরিলে অথবা কোমল বস্তুটীর উপর হাত বুলাইতে লাগিলে। নাকের কাছে একটী সুগন্ধ পুষ্প ধরিলে একপ্রকার স্নায়ু এই সুঘ্রাণের অনুভূতিটুকুকে মস্তিষ্কে বহন করিয়া লইয়া যায় এবং অপর একপ্রকারের স্নায়ুর মধ্য দিয়া মস্তিষ্ক হইতে শক্তিস্রোত প্রবাহিত হইয়া তোমার হস্তাঙ্গুলির অগ্রভাগে আসিয়া তোমার হাতটীকে নাসিকার অধিকতর নিকটবর্ত্তী করে। তোমার নাকের কাছে যদি অতি দুর্গন্ধবিশিষ্ট কোনও বস্তু ধর, তখন এক প্রকারের স্নায়ু দুর্গন্ধের অনুভূতিটুকুকে মস্তিকে বহন করিয়া লইয়া যায় এবং দুর্গন্ধটুকু অত্যন্ত অপ্রীতিকর বলিয়া অপর এক প্রকারের স্নায়ু-সহযোগে শক্তিস্রোত মস্তিষ্ক হইতে প্রবাহিত হইয়া তোমার হাতের আঙ্গুলের অগ্রভাগে আসিয়া তোমার হাতটীকে নাসিকা হইতে দূরে নেওয়ায় এবং হস্ত হইতে দুর্গন্ধযুক্ত বস্তুটীকে দূরে পরিত্যাগ করায়। তোমার শরীর-মধ্যে এমন স্থান আছে, যেখানে কোনও প্রকারের চাপ পড়িলে ক্লেশ অনুভূত হয়; তোমার শরীর মধ্যে এমন স্থান আছে, যেখানে চাপ পড়িলে সুখ অনুভূত হয়। ইহার কারণ এই যে, সুখ বা ক্লেশকে বহন

করিয়া লইবার জন্য স্নায়ু-সমূহ সেখানে রহিয়াছে। যেখানকার স্নায়ুসমূহের অনুভূতিশক্তি যত অধিক, সেই স্থানে সুখ বা দুঃখ তত অধিক বলিয়া অনুভূত হয়। শরীরের আপাদমস্তক সর্ব্বস্থানেই চর্ম্ম রহিয়াছে, কিন্তু সকল স্থানের চর্ম্মে সুখ বা ক্লেশের অনুভূতি সমান তীব্র নহে। হাতের তালুতে যত সহজে স্পর্শানুভব হয়, পিঠের চামড়ায় তত সহজে স্পর্শানুভব হয় না। গালের চামড়ায় যত সহজে স্পর্শানুভূতি হয়, পায়ের গোড়ালির চামড়ায় তত সহজে স্পর্শানুভূতি হয় না। যে সকল স্থানে স্নায়ুসমূহ যত কোমল এবং সজাগ, সেই সকল স্থানে তত সহজে এবং তত দ্রুত স্পর্শানুভূতি হয়, তোমাদের বয়সে স্তনের মধ্যে যত সহজে স্পর্শানুভূতি হয়, মাথার চামড়ায় তত সহজে স্পর্শানুভূতি হয় না। তোমাদের বয়সে গুপ্ত অঙ্গে অর্থাৎ যে অঙ্গের সাহায্যে মূত্রত্যাগ কর, তাহার মধ্যে যত সহজে স্পর্শানুভূতি হয়, পেটের চামড়ায় তত সহজে স্পর্শানুভূতি হয় না। ইহার কারণ এই যে, এক এক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্নায়ুসমূহ অপরাপর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্নায়ুসমূহ অপেক্ষা কোমল অনুভূতি-প্রবণ করিয়াই ভগবান্ সৃষ্টি করিয়াছেন।

তের হইতে সতের বৎসর পর্য্যন্ত বালিকাদের শরীরের স্নায়ুসমূহ অত্যন্ত দ্রুত বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এই সময়ে এত দ্রুত সর্ব্বশরীরব্যাপী স্নায়ুসমূহের বৃদ্ধি ও পুষ্টি ঘটিতে থাকে যে, দেখিলে মনে হইবে, রোজ যেন তুমি আধ ইঞ্চি করিয়া

লম্বা হইতেছ, রোজই যেন তোমার অঙ্গকান্তি বাড়িতেছে। হঠাৎ যেন একদিনে তোমার চক্ষুটী আয়ত হইল, হঠাৎ যেন একদিনে তোমার গালটি টুলটুলে হইল, হঠাৎ যেন তোমার স্তনটি উন্নত হইল, হঠাৎ যেন তোমার কেশদাম বাড়িতে লাগিল, হঠাৎ যেন তোমার নিতম্ব উচ্চতা প্রাপ্ত হইতে লাগিল, হঠাৎ যেন তোমার অবয়বের আয়তন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত পাইতে লাগিল, হঠাৎ যেন তোমার কণ্ঠস্বর উচ্চ হইতে চলিল। তের হইতে সতের বৎসর পর্য্যন্ত তোমাদের শরীরের প্রত্যেক স্নায়ুর এত দ্রুত পুষ্টিবিধান কার্য্য চলিতে থাকে যে, ইহার ফলে সমস্ত শরীরে যেন বসন্ত ঋতুর আবির্ভাব ঘটে; সমস্ত শরীর যেন যাদুমন্ত্রের বলে রমণীয় নন্দনকাননে পরিণত হয়, সমস্ত শরীর যৌবনের অপরূপ সৌন্দর্য্যে, যৌবনের কমনীয় মাধুর্য্যে, যৌবনের অতুলন সম্পদে ভরপুর হইয়া উঠে।

কিন্তু স্নায়ুসমূহের পুষ্টি ও বৃদ্ধির ফলে তোমার শরীরের মধ্যে সব চেয়ে অধিক রূপান্তর ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় যেই অঙ্গ, সেইটী তোমার শরীরের গুপ্ত স্থান। এই গুপ্ত স্থানটী সম্বন্ধে পূর্ব্বে আর একদিন তোমাকে লিখিয়াছি। এই স্থানটিকে গোপন করিয়া রাখিবার ভিতরে ভগবানের বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য রহিয়াছে, এই কথাও হয়ত বলিয়াছি। এই স্থানটি দ্বারা জীবের জন্ম হইয়া থাকে বলিয়া ইহার এক নাম যোনি এবং সাধকেরা এই যোনিকে জগন্মাতার মূর্ত্তি বলিয়া মনে মনে সম্মান

করিয়া থাকেন। এই অঙ্গের পবিত্রতা রক্ষিত না হইলে দেহের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, মনের পবিত্রতা নষ্ট হয়, ভবিষ্যৎ বংশাবলীর অমঙ্গল সাধিত হয়। যাহাতে কোনও পাপাশয় ব্যক্তি কোনও কুমারীর দেহের এই পবিত্র অঙ্গটির উপরে কোনও অপবিত্র দৃষ্টি বা অপবিত্র ব্যবহার না করিতে পারে, তারই জন্য বিশ্বস্রষ্টা শ্রীভগবান্ ইহাকে এত গোপনীয় করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহারই জন্য মানব-সমাজেও এই অঙ্গকে গোপন রাখিবার জন্য বস্ত্র-পরিধানের নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে।

এই অঙ্গটির নাম জননেন্দ্রিয়। জননেন্দ্রিয় নামটিই বরঞ্চ অধিকতর প্রচলিত। এই অঙ্গটীর সাহায্যে উপযুক্ত বয়সে বিবাহিতা রমণীরা সন্তানের জন্ম দিয়া থাকেন, এই জন্যই ইহার নাম জননেন্দ্রিয়। * * * তোমার শরীরমধ্যস্থ স্নায়ু-সমূহের পুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে এই বয়সে তোমার জননেন্দ্রিয়ই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিপুষ্টি পাইতেছে এবং এই জননেন্দ্রিয় সম্পর্কিত স্নায়ুগুলিরই ক্রিয়া অত্যধিক পরিমাণে বাড়িয়া যাইতেছে। গুপ্ত ইন্দ্রিয়ের বাহিরের অংশ যোনিমণ্ডল এবং নিম্নোদরের অভ্যন্তরস্থ অংশ জরায়ু। উভয়েরই এই সময়ে দ্রুত বিকাশ ঘটিতেছে এবং এই অঞ্চলের স্নায়ুসমূহ অত্যন্ত অধিক পরিমাণে অনুভূতিশীল হইয়া উঠিতেছে। এই অত্যধিক অনুভূতিশীলতার ফলে তোমার মনে মাঝে মাঝে এমন চিন্তার উদয় হওয়া স্বাভাবিক, যেরূপ চিন্তার উদয় ইহার পূর্ব্বে

তোমার মনে কখনও হইত না। আরও যখন ছোট ছিলে, তখন কখনও হয়ত কোনও বস্তুর জন্য আকাঙ্ক্ষা হইত, সেই আকাঙ্ক্ষাটী অবাধে পিতামাতার নিকটে প্রকাশ করিতে, তাহাতে কোনও দ্বিধা-বোধ হইত না। সম্ভব হইলে পিতামাতা তোমার সেই আকাঙ্ক্ষাটী পূরণ করিয়া দিতেন। কিন্তু জননেন্দ্রিয়ের বিকাশের কালে এবং বিকাশের ফলে তোমার মনে মাঝে মাঝে যে সকল আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক হইতে চাহে, তাহাদের কথা বিনা-সঙ্কোচে অকুণ্ঠিত-ভাবে তুমি তোমার পিতামাতার নিকটে প্রকাশ করিতে পার না, প্রকাশ করিতে চাহ না। জননেন্দ্রিয়ের এই দ্রুত পরিবর্ত্তনের কালে তোমার মনে অনেক উদ্দাম কল্পনা জাগ্রত হইতে চাহিতে পারে। এই সময়ে তোমার কর্ত্তব্য কি? এই সময়ে তোমার মন পুরুষদের সাহায্য প্রার্থনা করিতে পারে। এই সময়ে তোমার কর্ত্তব্য কি? এই সময় তোমার চিত্ত যুবকদের প্রতি ধাবিত হইতে পারে। এই সময়ে তোমার কর্ত্তব্য কি?

ভগবান্ পুরুষ ও নারীকে মিলনের জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন। সাধারণ ভাবে এই কথা বলা যাইতে পারে। কিন্তু এই মিলনের একটা নিয়ম আছে, একটা বিধি আছে। যে কোনও বয়সে একটী পুরুষের সহিত একটী স্ত্রীলোকের মিলন ধর্ম্মজনক নহে। যে কোনও সময়ে একটী পুরুষের সহিত একটী স্ত্রীলোকের মিলন প্রশংসনীয় নহে। যে কোনও একটী পুরুষের সহিত যে

কোনও একটী স্ত্রীলোকের মিলন নিরাপদ নহে। যে-কোনও উদ্দেশ্যে একটী পুরুষের সহিত একটী স্ত্রীলোকের মিলন বাঞ্ছনীয় নহে। কখন কিভাবে কোন্ বয়সে কি প্রয়োজনে পুরুষের সহিত স্ত্রীলোকের মিলন ধর্ম্মপ্রদ, সুখপ্রদ, শান্তিপ্রদ, মঙ্গলপ্রদ ও নিরাপদ, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা সেই বিষয়ে গভীর গবেষণা ও প্রচুর পরীক্ষার পরে কতকগুলি হিতপ্রদ নিয়ম ও সুনীতি প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। সেই সকল হিত-জনক নিয়মকে লঙ্ঘন করিলে দুঃখ এবং অশান্তি অনিবার্য্য, অপবাদ ও অধর্ম্ম অবশ্যম্ভাবী। বিবেচক পিতামাতা ও তত্ত্বদর্শী সদ্‌গুরুর উপদেশে বর্ষীয়সী হইয়া তোমাকে পূর্ব্বপুরুষদের প্রবর্ত্তিত সন্নীতি ও সুনিয়ম পালন করিতে হইবে।

এই বয়সের কন্যাদিগের মনে অনেকে পুরুষজাতির প্রতি ঘৃণা বা বিদ্বেষ সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করেন। এইরূপ চেষ্টায় কোনও লাভ নাই। কারণ, ঘৃণা বা বিদ্বেষ কাহাকেও মনুষ্যত্ব প্রদান করে না। এই বয়সের পুত্রদিগের মনেও উদ্দাম কল্পনার উদ্ভব ঘটে বলিয়া তাহাদিগকে রমণী-মোহ হইতে রক্ষা করিবার জন্য অনেকে তাহাদের মনে স্ত্রীজাতির প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করেন। সেই চেষ্টা দ্বারাও কোনও লাভ হয় না। কারণ, ঘৃণা বা বিদ্বেষ মানুষের মনকে সবল না করিয়া দুর্ব্বলই করে, তাহাকে আত্মরক্ষা করিবার শক্তি প্রদান করে না। কিন্তু এই বয়সে যদি পুরুষ মাত্রেই নিজের চরিত্র রক্ষায় সতর্ক

হয় এবং স্ত্রীলোকের সহিত বৃথা ঘনিষ্ঠতা বর্জ্জন করে, আর সঙ্গে সঙ্গে নিজের জীবনের দ্বারা মহৎ কোনও উদ্দেশ্য সাধনের তীব্র সঙ্কল্প করিয়া সঙ্কল্পসাধনের জন্য অনিবার শ্রীভগবানের চরণে শক্তি প্রার্থনা করে, তাহা হইলে এই সঙ্কটসঙ্কুল সময়ে সে অনায়াসে নিজ পবিত্রতাকে অটুট ও অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে। আবার এই বয়সে কন্যামাত্রেই যদি নিজের চরিত্র-রক্ষায় সতর্ক হয় এবং পুরুষদের সহিত প্রয়োজনাতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতা বর্জ্জন করিয়া সঙ্গে সঙ্গে নিজের জীবনের দ্বারা কোনও জগন্মঙ্গল সাধনের একাগ্র আগ্রহ লইয়া ভগবচ্চরণে নিজেকে অঞ্জলিস্বরূপ প্রদান করিতে থাকে, তাহা হইলে তাহার পক্ষেও নিজ কুমারীত্বের পূর্ণ মর্য্যাদা রক্ষা করা কিছুই কঠিন ব্যাপার নহে! আধুনিক তরুণ সাহিত্যিকদের রচিত কামক্ষুধা-প্রবর্দ্ধক উপন্যাস-সমূহ এই সময়ে পাঠ না করিয়া সংযমমূলক, ত্যাগমূলক, বৈরাগ্যমূলক, ভগবদ্ভক্তিমূলক, সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়া এই সময়ে মনকে কামনা-পঙ্কিল, বাসনা-জটিল, পাপ-কুটিল জগতের ঊর্দ্ধে স্থাপনের চেষ্টা করিতে হইবে। সাধন পাইয়াছ, সদ্‌গুরুর উপদেশ লাভ করিয়াছ, কি করিয়া ভগবানকে ডাকিতে হয়, ভগবানকে ভাবিতে হয়, ভগবানের পায়ে আত্মাঞ্জলি দিতে হয়, তাহা জানিয়াছ, তোমার মত মেয়ের পক্ষে এই পরীক্ষাবহুল দুঃসময়টুকু নিরাপদে অতিক্রম করিয়া যাওয়া মোটেই কঠিন কথা নহে। দেহের যখন বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিকাশ

ঘটিতেছে, সেই সময়ে মনকে তুমি দেহের মধ্যে আবদ্ধ হইতে দিও না, নিজের দেহের মধ্যেও না, অপর কাহারও দেহের মধ্যেও না। নিজ দেহেরও গুপ্ত ইন্দ্রিয়-নিচয়কে চিন্তা করিতে যাইও না, অপর কাহারো দেহেরও গুপ্ত স্থানের কল্পনাকে মনের মধ্যে ঠাঁই দিও না। অবিরাম তাঁহারই নয়নমনোহর পবিত্র রূপ-ভাতি নয়নে জাগাইয়া রাখ, যিনি শুদ্ধ, যিনি নিষ্পাপ, যিনি অপাপবিদ্ধ, যিনি নিত্যনির্ম্মল। এই বয়সে দেহের মধ্যে কত সময়ে, কত স্থানে হঠাৎ সুখানুভূতি বা অস্থায়ী ক্লেশানুভূতি জাগ্রত হয় এবং এই উপলক্ষ্যে হয়ত মন ভোগপথে পাদচারণ করিতে প্রলুব্ধ হয়। তুমি কিন্তু মা সদ্‌গুরুকৃপা স্মরণ করিয়া সিংহীর গর্জ্জনে এই সুগুপ্ত লোলুপতাকে ধ্বংস করিও এবং শ্রীভগবানের পবিত্র নামের সহায়তায় সমগ্র অন্তঃকরণে নির্ম্মলতার হিল্লোল প্রবাহিত করিও।

শুভাশিস জানিও * * * ইতি— আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

দশম পত্র

জয়গুরু শ্রীগুরু নরসিংদী, ঢাকা

১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১

কল্যাণীয়াসু:—

স্নেহের মা, ঘণ্টাখানিক হয়, নরসিংদী বন্ধু-সেবাশ্রমে আসিয়াছি। ব্রহ্মচর্য্য ও সংযম সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিয়া

ঘটিতেছে, সেই সময়ে মনকে তুমি দেহের মধ্যে আবদ্ধ হইতে দিও না, নিজের দেহের মধ্যেও না, অপর কাহারও দেহের মধ্যেও না। নিজ দেহেরও গুপ্ত ইন্দ্রিয়-নিচয়কে চিন্তা করিতে যাইও না, অপর কাহারো দেহেরও গুপ্ত স্থানের কল্পনাকে মনের মধ্যে ঠাঁই দিও না। অবিরাম তাঁহারই নয়নমনোহর পবিত্র রূপ-ভাতি নয়নে জাগাইয়া রাখ, যিনি শুদ্ধ, যিনি নিষ্পাপ, যিনি অপাপবিদ্ধ, যিনি নিত্যনির্ম্মল। এই বয়সে দেহের মধ্যে কত সময়ে, কত স্থানে হঠাৎ সুখানুভূতি বা অস্থায়ী ক্লেশানুভূতি জাগ্রত হয় এবং এই উপলক্ষ্যে হয়ত মন ভোগপথে পাদচারণ করিতে প্রলুব্ধ হয়। তুমি কিন্তু মা সদ্‌গুরুকৃপা স্মরণ করিয়া সিংহীর গর্জ্জনে এই সুগুপ্ত লোলুপতাকে ধ্বংস করিও এবং শ্রীভগবানের পবিত্র নামের সহায়তায় সমগ্র অন্তঃকরণে নির্ম্মলতার হিল্লোল প্রবাহিত করিও।

শুভাশিস জানিও * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

দশম পত্র

জয়গুরু শ্রীগুরু

নরসিংদী, ঢাকা

১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা, ঘন্টাখানিক হয়, নরসিংদী বন্ধু-সেবাশ্রমে আসিয়াছি। ব্রহ্মচর্য্য ও সংযম সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিয়া

বেলা বারটার ট্রেনে ঢাকা রওনা হইব। প্রথম দর্শনেই সেবাশ্রমটী আমার বেশ ভাল লাগিল, এই জন্যই তোমাকে সংবাদটা না দিয়া পারিলাম না।

ফরিদপুরের নিত্যধামগত দিব্যজীবন প্রভু-জগদ্বন্ধুর পুণ্য প্রতিকৃতি এই আশ্রমে দেখিলাম। জগদ্বন্ধু-মহাপুরুষের সংক্ষিপ্ত নাম বন্ধু। তাঁর পবিত্র নামানুসারেই আশ্রমের নামকরণ হইয়াছে কি না, জিজ্ঞাসা করি নাই। কিন্তু তাঁর নামানুসারেই হইয়াছে অনুমান করিয়া চিত্তে এত সন্তোষ ও তৃপ্তি অনুভব করিয়াছি যে, ইহার বিরোধী কোনও উত্তর শুনিবার আশঙ্কায় প্রশ্ন আর করিলামই না। বাংলার যুবককে ব্রহ্মচর্য্যের পথে, সংযমের পথে, পবিত্রতার পথে পরিচালিত করিবার জন্য প্রভু জগদ্বন্ধু নিজের জীবনের দৃষ্টান্ত দিয়া যাহা করিয়াছেন, বাঙ্গালীর কখনও তাহা বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়।

যুবকদের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য প্রচার-বিষয়ে বন্ধু-সেবাশ্রমেরও বিশেষ উদ্যম লক্ষিত হইল। এই সকল মহাপুরুষের এবং এই সকল আশ্রমের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া শুধু পুরুষদের মধ্যে প্রচারেই তুষ্ট না রহিয়া স্ত্রীজাতির মধ্যেও পবিত্রতার প্রসার-সাধনে যদি আজ কেহ যত্নবান্ হইতেন, তবে দেশের সর্ব্ববিধ জাগরণ-চেষ্টার সার্থকতা অর্জ্জন করিতেন।

আমি তোমার ন্যায় কুমারী মেয়েদের দৃষ্টিই এই দিকে আকৃষ্ট করিতে চাহিতেছি। অধিক নহে, মাত্র সাতটি কুমারী

কন্যা যদি আমৃত্যু পবিত্রতার সঙ্কল্প লইয়া নারীজাতির মধ্যে পবিত্রতার প্রসার-সাধনের ব্রত গ্রহণ করে, তাহা হইলে এই মুষ্টিমেয় কর্ম্মিনী-সংঘের অধ্যবসায়ের ফলে দ্বাদশ-বর্ষ-মধ্যে সমগ্র বাংলার নারীজাতির নৈতিক মূর্ত্তির আমূল পরিবর্ত্তন সাধন করা যাইতে পারে। তোমাদের জন্য আমি যাহা করিতেছি, তোমাদের মধ্যেই কেহ আসিয়া সেই চেষ্টায় যোগ-দান করিলে তাহার শতগুণ কাজ করিতে পারিবে। পবিত্রতাই যে নারীর সর্ব্বাপেক্ষা শ্লাঘনীয় সৌন্দর্য্য, এই কথা আজ তোমাদের কণ্ঠে বজ্রনাদে বিধ্বনিত হওয়া প্রয়োজন।

আর একটি সুসংবাদ দিব। এই সেবাশ্রমের মুদ্রিত মনোগ্রামে একটি পতাকার গায়ে "অভিক্ষা" কথাটিকে রাখা হইয়াছে। অভিক্ষার বা স্বাবলম্বনের প্রেরণা ইহারা কোথায় পাইলেন, স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারিলেন না। তোমাদের স্নেহের "বাবামণি" * "অভিক্ষা"র কথা প্রচার করিবার বহু পরে যে ইঁহারা এই শব্দটীকে আহরণ করিয়াছেন, তাহা স্বীকার করিলেন। আজও ইঁহারা নিজেদের প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য-সংগ্রহের বা চাঁদা-আদায়ের চেষ্টা হইতে মুক্ত করিতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু "অভিক্ষা" শব্দটি যখন একবার কর্ম্মতালিকাতে স্থান পাইয়াছে, তখন পুপুন্‌কীর পূর্ণ স্বাবলম্বন এক-সময়ে যে

---

* শ্রীশ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস-বাবার কোনও কোনও ধর্ম্মকন্যা ও পুত্র তাঁহাকে "বাবামণি" নামে ডাকিয়া থাকেন।

এখানে অনুসৃত হইলেও হইতে পারে, এইরূপ আশা করা যাইতে পারে। যুগের প্রয়োজন বুঝিয়া শ্রীভগবান্ অভিধানে অপ্রাপুব্য "অভিক্ষা" শব্দটী আমার কণ্ঠে উচ্চারণ করাইয়াছিলেন। এমন সময় আসিবে, যখন শত শত প্রতিষ্ঠান এই শব্দটিকে মূলমন্ত্র-রূপে গ্রহণ করিবে।

তোমরা "অভিক্ষা" আর "পবিত্রতা"কে একার্থবোধক বলিয়া জ্ঞান করিও। আমার পুত্রেরা যেমন "অভিক্ষা"-বলে পুপুন্‌কীতে স্বাবলম্বনের শক্তিকে প্রত্যক্ষ করাইল, আমার কন্যারাও তেমন "পবিত্রতা"রই শক্তিতে সমগ্র দেশ জুড়িয়া স্বাবলম্বনের শক্তিকে প্রত্যক্ষ করাইবে। সমগ্র ভারত জুড়িয়া নারী জাতির মহাশক্তি-বিকাশের যে দৈবী মহালীলার অভিনয় অদূর ভবিষ্যতে ঘটিবে, তাহার মূল উৎস হইবে "পবিত্রতা"। এই কথা তোমরা ভুলিও না। পবিত্রতা তোমাদের জপ হউক, পবিত্রতা তোমাদের তপ হউক, পবিত্রতা তোমাদের ধ্যান হউক, পবিত্রতা তোমাদের জ্ঞান হউক, পবিত্রতা তোমাদের হোম হউক, পবিত্রতা তোমাদের যজ্ঞ হউক, পবিত্রতা তোমাদের সিদ্ধি হউক পবিত্রতার শক্তিতে তোমরা মৃত ভারতকে জাগাইবে, পবিত্রতার বীর্য্যে তোমরা নবভারতকে জন্ম দিবে, পবিত্রতার শৌর্য্যে তোমরা পদানত ভারতকে মহিমার হৈমশিখরে সমুন্নত করিবে। ভারতের কুমারী অখণ্ড -

পবিত্রতার সাধনার মধ্য দিয়াই বিশ্বভুবনের নারী-জাতির দিগ্বিজয়কে প্রতিষ্ঠিত করিবে।

স্নেহাশিস জানিও এবং দেহ-মনের উন্নতি সাধনে সর্ব্বদা অবহিত থাকিও।....প্রাত্যহিক উপাসনা যেন একদিনও বাদ না যায়। উপাসনাকে একঘেয়ে হইতে দিও না। তুমি যাঁহার উপাসিকা, তিনি যে নিখিল-লীলাময় পরমানন্দঘনি অসীম-প্রেম-স্বভাব, এই কথাটি সর্ব্বদা অন্তরে সজাগ রাখিও। তাহা হইলেই প্রতিবার নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণে অভিনব আনন্দের হিল্লোল প্রবাহিত হইবে। প্রেমহীন নামজপই একঘেয়ে হইয়া থাকে।........ইতি—

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী

স্বরূপানন্দ

একাদশ পত্র

ওঁ ব্রহ্মগুরু

ভাণী সেবাশ্রম, ত্রিপুরা

২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা, কুমিল্লা আসিয়া তোমার পত্র পাইয়াছি। কুমিল্লাতে অল্পক্ষণ ছিলাম, তাই উত্তর লেখা সম্ভব হয় নাই। এখানকার সেবাশ্রমের আজ বার্ষিক উৎসব। লোকের ভীড়ে পত্র লিখিবার অবকাশ নাই। কোনও প্রকারে একটু ফাঁক করিয়া তোমার জিজ্ঞাসিত বিষয়ের জবাব দিতেছি। পরে

কুমারীর পবিত্রতা

পবিত্রতার সাধনার মধ্য দিয়াই বিশ্বভুবনের নারী-জাতির দিগ্বিজয়কে প্রতিষ্ঠিত করিবে।

স্নেহাশিস জানিও এবং দেহ-মনের উন্নতি সাধনে সর্ব্বদা অবহিত থাকিও।....প্রাত্যহিক উপাসনা যেন একদিনও বাদ না যায়। উপাসনাকে একঘেয়ে হইতে দিও না। তুমি যাঁহার উপাসিকা, তিনি যে নিখিল-লীলাময় পরমানন্দঘন অসীম-প্রেম-স্বভাব, এই কথাটি সর্ব্বদা অন্তরে সজাগ রাখিও। তাহা হইলেই প্রতিবার নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণে অভিনব আনন্দের হিল্লোল প্রবাহিত হইবে। প্রেমহীন নামজপই একঘেয়ে হইয়া থাকে।........ইতি—

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী

স্বরূপানন্দ

একাদশ পত্র

ওঁ ব্রহ্মগুরু

ভাগী সেবাশ্রম, ত্রিপুরা
২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা, কুমিল্লা আসিয়া তোমার পত্র পাইয়াছি। কুমিল্লাতে অল্পক্ষণ ছিলাম, তাই উত্তর লেখা সম্ভব হয় নাই। এখানকার সেবাশ্রমের আজ বার্ষিক উৎসব। লোকের ভীড়ে পত্র লিখিবার অবকাশ নাই। কোনও প্রকারে একটু ফাঁক করিয়া তোমার জিজ্ঞাসিত বিষয়ের জবাব দিতেছি। পরে

সাক্ষাৎমত প্রত্যেক বিষয়ে মৌখিক আলোচনা করা যাইবে। আমার সহিত শীঘ্রই তোমার সাক্ষাৎকার ঘটিবে, আশা করি।

১। বর্ত্তমান বালিকা-বিদ্যালয়-সমূহে কুমারী কন্যাদিগকে যে শিক্ষা প্রদান করা হইতেছে, তাহা শক্তিশালী জাতি-সৃষ্টির পক্ষে অনুকূল নহে, ইহা সুনিশ্চিত। এমন কি ধর্ম্মসভা, হরিসভা, জাতীয় বিদ্যালয় প্রভৃতির অঙ্গীভূত বালিকা-বিদ্যালয়-গুলিও তেজস্বী-মনোবৃত্তিসম্পন্না, আত্মমর্য্যাদাজ্ঞানসম্পন্না ও পবিত্রতার প্রতি একান্ত অনুরাগসম্পন্না আত্মগঠনবিষয়ে-সতর্কা কন্যা গড়িয়া তুলিতে পারিতেছে না। এই সকল শিক্ষালয়ে কন্যাদিগকে বিলাসিতায় অনাদর এবং পতি-কল্যাণে আত্মোৎসর্গের শিক্ষা দেওয়া হইতেছে না। তাই, এই শিক্ষা-পদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তন আবশ্যক।

২। গতানুগতিকপন্থী সাধারণ ব্যক্তিরা অথবা সংস্কার-পন্থী পাশ্চাত্যানুসরণকারীরা শিক্ষাপদ্ধতির সেই আমূল-পরিবর্ত্তনকে বাঞ্ছনীয়-ভাবে সম্ভব করিয়া তুলিতে পারিবেন না। এই কার্য্যে সর্ব্বস্বোৎসর্গীকৃতা ত্যাগব্রতা পুণ্যশীলা সুশিক্ষিতা ব্রহ্মচারিণী-দিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। একদিকে যখন নিজ-কল্যাণে-উদাসীন বিশাল সমাজ পাশ্চাত্যপ্রবর্ত্তিত শিক্ষা বা দেশপ্রচলিত শিক্ষার অসম্পূর্ণতার মধ্য দিয়া শত শত কন্যাকে শিক্ষার ছাপ মারিয়া বিবাহের বাজারে পাঠাইতে থাকিবে এবং বিলাসিনী-দের দ্বারা প্রতি গৃহ পূর্ণ করিবে, তখন অপর দিকে মুষ্টিমেয়

কয়েকটি কন্যাকে বাছিয়া লইয়া ব্রহ্মচারিণী-শিক্ষা-দাত্রীরা শক্ত করিয়া, দৃঢ় করিয়া, তেজ দিয়া, বীর্য্য দিয়া গড়িয়া লইয়া অনুরূপভাবে গঠিত উপযুক্ত স্বামীর সহিত মিলাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে, একটা মহাজাতির পত্তন আরম্ভ করিবেন।

৩। আমার কোনও আশ্রমে এইরূপ একটা স্ত্রী-শিক্ষার পবিত্র কেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় আমার তীব্র আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে এবং মাত্র দরিদ্রের কন্যাদিগকেই সেখানে গ্রহণ করা হইবে, এইরূপ একটা কঠোর পক্ষপাতিত্ব আমার জন্মিয়াছে। কারণ, যে সকল বংশে বিলাসিতার চর্চ্চা চলিয়াছে, সেই সকল বংশে মাতা কন্যাদের মাথার উপরে একটা মহাজাতি সৃষ্টির গুরুভার অর্পণের চেষ্টা নিতান্তই হাস্যাস্পদ হইবে।

৪। বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কন্যাদিগকে শত প্রকারের চিত্ত-বিক্ষেপজনক আমোদ-প্রমোদ ও বহুপুরুষ-সাক্ষাৎকার হইতে সযত্নে দূরে রাখিয়া সংশিক্ষামূলক নির্দ্দোষ আমোদের মধ্য দিয়া গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে গেলে, কন্যাগুলির মেজাজ খারাপ হইয়া যাইবে, এইরূপ কল্পনা অনভিজ্ঞেরাই করুন। কন্যাশিক্ষালয়ে কন্যাদিগকে আট বৎসর বয়সে গ্রহণ করিয়া ষোড়শ বা অষ্টাদশ বৎসর বয়সে তাহাদিগকে গার্হস্থ্যা-শ্রমে প্রেরণের ব্যবস্থা সাধারণতঃ অবলম্বন করিতে হইবে। বৈধ-ভাবে বিবাহিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এবং বিবাহের পরে স্বামিপ্রেম আস্বাদনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কুমারীদিগকে সর্ব্ব-প্রযত্নে

অযথা পুরুষ-সম্পর্ক হইতে দূরে রাখিবার চেষ্টা করিলে তাহাদের নৈতিক গঠনের অপূর্ণতা রহিয়া যাইবে বলিয়া যাঁহারা কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করেন, তাঁহাদের দিকে তাকাইবার বিশেষ প্রয়োজন নাই।

৫। যে পরিকল্পনায় কুমারী-শিক্ষাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিতে চাহি, তাহাতে মাতৃহীনা শিশুদিগকেই শিক্ষালাভের সুযোগ সর্ব্ব প্রথমে প্রদান করিতে হইবে, কারণ, মাতৃস্নেহাস্বাদনসুখে-পালিতা বালিকা ব্রহ্মচারিণী-শিক্ষাদাত্রীদের স্নেহ-প্রেমে যত সহজে অভিভূত হইবে, মাতৃস্নেহশালিনী বালিকার চিত্ত তত সহজে মুহ্যমান হইবে না। শিক্ষার্থিনী যেখানে শিক্ষাদাত্রীর স্নেহে জিতা হইয়াছে, প্রকৃত সংশিক্ষা সেখানেই আশা করা যাইতে পারে।

৬। কুমারী-শিক্ষার্থিনীদের পাঠ্যতালিকা কোনও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মুখ চাহিয়া নির্ণীত হইবে না। অত্যধিক মানসিক শ্রম স্ত্রীজাতির সন্তান-জনন-শক্তির হ্রাস করে। এই জন্য সে শিক্ষাকে এমন ভাবে নিয়মিত করিতে হইবে যেন, অল্প মানসিক শ্রমের দ্বারা অধিক জ্ঞান আয়ত্ত হয়। শিক্ষার্থিনীদের জীবনে শারীরিক শ্রমের অভ্যাস ও মর্য্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। স্বাস্থ্য, আত্মরক্ষণপটুত্ব, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, কষ্টসহিষ্ণুতা, সতীত্ব-নিষ্ঠা এবং নির্ভীকতাকে প্রত্যেকের জীবনে পুষ্ট করিবার প্রয়াসই শিক্ষার মধ্যে প্রথম লক্ষ্য করিবার বিষয় হইবে।

৭। শিক্ষার্থিনীদের বেশভূষার ভিতরে গমন-স্বচ্ছন্দতা, পবিত্রভাবের উদ্দীপনা এবং সুচতুর লম্পটের অতর্কিত অবমাননা-প্রয়াসে ব্যর্থতাবিধান বিশেষভাবে সম্পাদিত করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রাচ্যপ্রথা রক্ষা করিয়াই বর্ত্তমান বেশভূষা-পদ্ধতির কি পরিবর্ত্তন সাধন করা যাইতে পারে, তাহা সাক্ষাৎমত আলোচনা করিব।

কুমারী-জীবনে যাহাদের পবিত্রতাকে সযত্নে রক্ষা করা হয় নাই, সধবা-জীবনে তাহারা জগৎকল্যাণকারী পুত্রকন্যার মাতা হইবে বা বিধবা অবস্থায় তাহারা ব্রহ্মচর্য্যের সম্মান রাখিবে, ইহা আশা করা সঙ্গত নহে। গোড়ায় জল ঢালিতে হইবে, গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালিলে কোনও লাভ হইবে না।

শুভাশিস জানিও। * * * ইতি—শুভাশীর্ব্বাদক

তোমার স্নেহের সন্তান—

স্বরূপানন্দ

দ্বাদশ পত্র

শ্রীগুরু ওঙ্কার মোচাগড়া আশ্রম, ত্রিপুরা

২৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা, * * * অদ্য তোমার একটী কুমারী ধর্ম্ম-ভগ্নীকে, কতকগুলি উপদেশ প্রদান করিলাম। মেয়েটীর বিবাহের বয়স হইয়াছে এবং পিতামাতা বিবাহের সম্বন্ধ স্থিরও করিয়াছিলেন।

যে মেয়েটী এতদিন ধ্যান-জপ-উপাসনার মধ্য দিয়া চিত্তের স্নিগ্ধতা অর্জ্জনে চেষ্টা করিয়াছে এবং সম্পূর্ণরূপে দৈহিক পবিত্রতা রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, হঠাৎ বিবাহিতা হইয়া তাহাকে একটা অভিনব ও অপ্রত্যাশিত অবস্থার মধ্যে পড়িতে হইবে। তার পক্ষে সদুপদেশের প্রয়োজন আছে।

কিন্তু বিবাহ যাহার সন্নিকটবর্ত্তী নহে, তাহারও অনেক জানিবার আছে, বুঝিবার আছে। এইগুলি জানাইবার এবং বুঝাইবার দায়িত্ব তোমাদের নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করা প্রয়োজন। তোমরা দলে দলে আত্মগঠন করিয়া দেশের কুমারী মেয়েদের চরিত্রগঠনের ব্রত গ্রহণ কর। এক একটী কুমারীকে গড়িয়া দেওয়ার মানে ভবিষ্যতের এক একটী শক্তিশালী কর্ম্মদুর্দ্ধর্ষ অমিতোদ্যম বংশ সৃষ্টি করা। ভারতের সমগ্র ভবিষ্যৎ কুমারীদের চরিত্রগঠনের উপর নির্ভর করিতেছে। * * * তোমাদের সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল-সংবাদ দিও। ইতি—শুভাশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

ত্রয়োদশ পত্র

ওঁ ব্রহ্ম গুরু

কলিকাতা,
১১ই শ্রাবণ, ১৩৪১

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা........জগতের প্রত্যেক পুরুষের প্রতি তোমার সন্তান-ভাবটা আরও গভীর হওয়া দরকার। কুমারীর চিত্তে

পবিত্রতাকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার পক্ষে ইহা এক অমোঘ উপায়। নিজেকে যদি সকলের কন্যা বলিয়া ভাব, তাহাতে স্নেহ কতকটা পরাপেক্ষী হইবে এবং মানসিক ভাবে কতকটা পরের উপরে নির্ভর করিয়া তোমার চিত্তবল বিকশিত হইবে। কিন্তু নিজেকে যদি সকলের মাতা বলিয়া জ্ঞান কর, তাহা হইলে স্নেহের মূল উৎস তোমার অন্তরেই রহিবে এবং ক্রমবিকাশের ফলে জগৎ প্লাবিত করিবে। মহৎ ও অমহৎ, নীচাত্মা ও উচ্চাত্মা, হীনমনা ও মহন্মনা প্রত্যেক পুরুষ তোমার সন্তান। বয়স্ক বা বালক, অভিজ্ঞ বা অনভিজ্ঞ, চতুর বা নির্ব্বোধ প্রত্যেক পুরুষ তোমার সন্তান। রুগ্ন বা সুস্থ, উচ্চবুদ্ধি বা নীচমতি, সুশ্রী বা কুৎসিত প্রত্যেক পুরুষ তোমার সন্তান। চরিত্রবান্ বা দুশ্চরিত্র, সদাচারী, বা কদাচারী পরোপকারক বা পরস্বাপহারক প্রত্যেক পুরুষ তোমার সন্তান। সন্তানের প্রতি তোমার যেমন স্নেহের অধিকার আছে, প্রয়োজনস্থলে সন্তানের প্রতি তোমার তেমন শাসনের অধিকারও রহিয়াছে। মায়ের প্রতি অবজ্ঞা বা অমর্য্যাদা প্রদর্শনকারী সন্তানকে ক্ষিপ্র হস্তে শাসন করাও মায়েরই কর্ত্তব্য। সমগ্র জগৎটার একেবারে মা হইয়া যাও। সমগ্র জগৎকে সুপবিত্র স্নেহ দিয়া সংশোধিত কর, সমগ্র জগৎকে মাতৃত্বের মহিমা দিয়া বশীভূত কর।

ব্যক্তিমাত্রকেই সন্তান জ্ঞান করা যত কঠিন মনে করিতেছ, প্রকৃত প্রস্তাবে তত কঠিন নহে। অনেক তেজস্বিনী তাপসী নিজ বিবাহিত স্বামীকে পর্য্যন্ত পুত্রবৎ জ্ঞান করিয়া দৃষ্টান্ত

দেখাইয়া গিয়াছেন। ত্রিপুরা চণ্ডীদ্বারের সাধুবাবার এক শিষ্যা স্বামীকে পুত্রজ্ঞান করিয়া অসংযমলেশহীন দাম্পত্য-ব্যবহার-বর্জ্জিত অপূর্ব্ব পবিত্রতার আলেখ্য আজও প্রদর্শন করিতেছেন। ত্রিপুরা-রুদ্রাক্ষবাড়ীর হরিষ-সাধুর পত্নী স্বামীর ঔরসে একটী পুত্র লাভ করিবার পর হইতে সেই স্বামীকেই পুত্রজ্ঞানে আমৃত্যু সেবা করিয়াছিলেন। ত্রিপুরা-ত্রিশের বসন্ত সাধুর দুইটী পুত্র জন্মিয়াছিল, তার পরে তাঁর স্ত্রী নিজ স্বামীতে সন্তান-ভাবের অভ্যাস করেন। ক্রমশঃ স্বামীর প্রতি তাঁর সন্তান-ভাব এরূপ বদ্ধমূল হয় যে, কথিত আছে, বসন্ত সাধু যখন সর্পাঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হন, তখন "আমি যদি তোমাকে সন্তানভাবে দেখিতে সত্যই সমর্থ হইয়া থাকি, তবে তুমি উঠিয়া আইস" বলিবার পরে বিষধর সর্পের বিষ অল্পকাল মধ্যে নির্ম্মূল হইয়াছিল এবং বসন্ত সাধু নবজীবন পাইয়াছিলেন। তোমার নিজের জেলা হইতে তিনটি দৃষ্টান্ত তোমাকে দেখাইলাম। স্বামীর সহিত গৃহস্থ-ভাবে বাস করিবার পরেও যদি কোনও কোনও তপস্বিনীর পক্ষে তাঁহাকে পুত্রজ্ঞানে গ্রহণ করা সম্ভব হইয়া থাকে, তবে তোমাদের মত কুমারীদের পক্ষে সকল পুরুষের প্রতি সন্তান ভাব আরোপ করা ত' মা অত্যন্ত সহজ।

মনকে পবিত্র রাখা চাই। ইহাই তোমার ব্রত। প্রণয়ী বলিয়া একটী পুরুষকেও জ্ঞান করিও না। একটা পুরুষের

সম্পর্কেও নিজেকে প্রণয়িনী বলিয়া কল্পনা করিও না। সবাই তোমার সন্তান। মায়ের উপরে সন্তানের যতটুকু অধিকার, ততটুকুই তোমার উপরে পুরুষ-জাতির অধিকার। সন্তানের প্রতি মায়ের যদ্রূপ চিন্তা, চেষ্টা ও আচরণ, তদ্রূপই হইবে পুরুষ জাতির প্রতি তোমার চিন্তা, চেষ্টা ও আচরণ। কখনো মন টলিতে চাহিলে, তোমার পবিত্র কৌমার্য্যের প্রতি তাকাইও। কুমারীর মন অনাঘ্রাত পুষ্পের ন্যায় পাপ-লেশহীন হওয়া চাই * * * সমালোচনার প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন হইও। আধুনিক শিক্ষা কুমারীর মনকে পবিত্রতার দিকে পরিচালিত করিবার পক্ষে অনুকূল নহে। তাই, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতরাই হয়ত ভ্রমবশে তোমাকে টিটকারী দিতে চাহিবেন। কিন্তু তাহার দিকে গ্রাহ্য করিও না। * * * জীবনের লক্ষ্য যাহার মহৎ, আমার এই উপদেশ তাহার জন্য। পাপলোলুপা রমণীদের সাহচর্য্য বর্জ্জন করিও। * * * কুশলে আছি। কুশল দিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

তোমার স্নেহের সন্তান

স্বরূপানন্দ

চতুর্দ্দশ পত্র

জয় পরমাত্মা

আকুবপুর, ত্রিপুরা
২২শে শ্রাবণ, ১৩৪১

পরম কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা,—কাহারও সহিত স্নেহ-শ্রদ্ধার বন্ধন সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়াই যে সেই ঘনিষ্ঠতাকে অতিরিক্ত সন্নিকট করিতে হইবে, তাহা নহে। অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতা জীবনে অনেক অকুশল আনয়ন করিয়া থাকে। যত আত্মীয়তাই থাকুক এবং যত সচ্চরিত্রই হউক,..........এখন বিপত্নীক। তার স্ত্রীর প্রতি তার যে দুর্দ্দমনীয় আকর্ষণ ছিল, তাহা এখন কিছুদিন পাত্র খুঁজিয়া বেড়াইবে। ইহা মনুষ্য-স্বভাব। এই কথা তোমার স্মরণ রাখা খুব সঙ্গত। তোমার কোনও অসতর্কতা তার মনে যেন অলীক কল্পনার সৃষ্টি না করিতে পারে, তদ্বিষয়ে তোমাকে লক্ষ্যশীলা থাকিতে হইবে। তোমার বাক্য, ব্যবহার গতি ও দৃষ্টি সব সংযমের সুষ্ঠুতায় স্নিগ্ধ রাখা চাই। তোমার অসতর্ক চটুলতা, তোমার অলক্ষিত চঞ্চলতা তার মনে বৃথা বাঞ্ছার উদয় ঘটাইতে যাতে না পারে, তার দিকে লক্ষ্য রাখাই তোমার এই অবস্থাতে সবচেয়ে বড় কর্ত্তব্য। জগতে রক্ষককে বহুবার ভক্ষক হইতে দেখা গিয়াছে। এজন্যই সাধু যাঁহারা, তাঁহারা সাবধান থাকেন।

অবশ্য আমি জলাতঙ্ক-রোগগ্রস্ত হইতে বলিতেছি না। সাবধানতা আর বিভীষিকা এক কথা নহে।…… …… শুভাশিস জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

তোমার স্নেহের পাগলা বাবা

স্বরূপানন্দ

পঞ্চদশ পত্র

জয় জগদীশ্বর

বাঁকুড়া

৮ই ভাদ্র, ১৩৪১

স্নেহাস্পদাসু :—

স্নেহের মা,…………তুমি ঠিক ঠিক নিজের মধ্যে মাতৃভাবকে জাগরিত করিতেছ ত'? পুরুষ দেখিলে তখনই তাহাকে সন্তান বলিয়া মনে হইতেছে ত'? তোমার সমস্ত মন প্রাণ জগতের সকলের মা হইবার আয়োজন করিতেছে ত'? সকলের তুমি মা, এই কথা ভাবিতে অন্তরে শিহরণ অনুভব করিতেছ ত'?

তোমার সমবয়স্ক যুবকেরা তোমাকে কিরূপ সম্মান করিতেছে, তাহা লক্ষ্য করিও। তোমার চাইতে অধিক-বয়স্কেরাও তোমাকে পরম শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতেছে। তোমার দিকে তাকাইয়া অনেক চরিত্রবান্ ব্যক্তি মাতৃমূর্ত্তি ধ্যানে আনিতে চেষ্টা পাইতেছে। তোমার ভিতরে কণা-মাত্র অপবিত্রতা থাকিলে এই শ্রদ্ধার তুমি অযোগ্যা হইবে।

আমার কন্যা হইয়া তুমি জগতের মা হইয়াছ। তোমার এই পবিত্র পদবী হইতে যেন কোনও দুর্ব্বলতা, কোনও চপলতা, কোনও কৌতুহল, কোনও প্রলোভন, কোনও নির্ব্বুদ্ধিতা, কোনও অসতর্কতা তোমাকে স্থানভ্রষ্টা না করিতে পারে। শুভাশিস জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

তোমার স্নেহের পাগলা বাবা

স্বরূপানন্দ

ষোড়শ পত্র

হরি ওঁ

পুপুনকী আশ্রম

১১ ভাদ্র, ১৩৪১

স্নেহাস্পদাসু :—

মা, বাল্যকালে আমার পিতামহীর নিকটে অনেক গল্প শুনিয়াছি। তিনি ছিলেন ধার্ম্মিকা, তপঃপরায়ণা ও সুশিক্ষিতা। স্কুল কলেজে পড়িয়া তিনি শিক্ষিতা ছিলেন না। শিক্ষিতা ছিলেন,—জ্ঞানের বলে। তিনি এক গল্প বলিয়াছিলেন।

মহাদেব একদিন মানুষের মাংস খাইয়া তার আস্বাদন পরীক্ষা করিতে উৎসুক হইলেন। পার্ব্বতী বিপদ গণিলেন।

একবার মানুষের মাংসের আস্বাদ পাইলে পৃথিবী যে উজাড় হইয়া যাইবে। পার্ব্বতী চিরতা মিশাইয়া মাংস রাঁধিলেন। উপযুক্ত মশলা পড়িয়া রান্না-করা মাংস দেখিতে চমৎকার হইল, কিন্তু মুখে দিয়া মহাদেব থু থু করিয়া ফেলিয়া দিলেন।

যৌবন-বিকাশে তোমাদের শরীরের স্পর্শও এইরূপ নর-মাংসের ন্যায় লোভনীয়। একবার এই কোমলতার স্বাদ পাইলে স্থিরবুদ্ধি মানুষও উন্মাদরোগগ্রস্ত হয়। এই জন্যই পুরুষদের সহিত ঘনিষ্ঠতা-সম্পর্কে মেয়েদের, বিশেষতঃ কুমারী মেয়েদের উপরে এত আইন কানুন, এত শাসন ও সংযম। যত ঘনিষ্ঠতাই যাহার সঙ্গে হউক, তোমার শরীর কাহাকেও স্পর্শ করিতে দিও না। কাহাকেও মনে মনে যদি বন্ধু বলিয়াও গ্রহণ কর, পুত্র বলিয়াও গণনা কর, পিতা বলিয়াও পূজা কর, তবু তাহাকে তোমার দেহ স্পর্শ করিতে দিও না। তুমি নিজে পবিত্র থাকিলেই হইল না, তোমার কোনও অসতর্কতা অপরের মনে অপবিত্রতার উদ্রেক না করিতে পারে, তাহা দেখাও তোমার কর্ত্তব্য। মুখে যে ব্যক্তি যত সাধুতাই বিস্তার করুন, নিয়ত যুবতীর দেহ স্পর্শ করিয়াও চিত্ত অবিচলিত রাখিতে পারেন, এমন ব্যক্তি তিন ভুবনে সুদুর্লভ।

একটী স্ত্রীলোকেও আসিয়া যদি তোমার শরীর লইয়া পুতুলখেলা খেলিতে চাহে, তবে তাহাতে তুমি সম্মত হইতে

পার না। এমন কি, যদি ভাগ্যগুণে তাহার মাখামাখিতে কোনও দোষণীয় বস্তু নাও থাকে, তবু ইহা দ্বারা তোমার ক্ষতি হইবে, কারণ স্ত্রীলোকদের সহিত শরীরটাকে লইয়া ছেলেখেলা খেলিবার অভ্যাস করিলে, সেই অভ্যাস তোমার মাথায় পুরুষের সহিত ছেলেখেলার কুবুদ্ধি গুজিয়া দিতে চাহিবেই। ইহার পরিণাম বিষময়। আজিকালিকার মেয়ে-হোষ্টেলগুলির অনেক কাহিনী আমার উচ্চশিক্ষিতা ধর্ম্মকন্যাদের মুখে শুনিয়াছি। প্রগতির নামে যত অগতি দৈহিক মাখামাখিকে আশ্রয় করিয়া সমাজে প্রবেশ করিতেছে।

কোনও কোনও সাধু থাকেন, মেয়ে দেখিলেই কোলে নেন, বয়সের বিচার করেন না। লোকে বলে,—"আহা কি মাতৃভাব!" এসব সাধুদের সকলেই অকৃত্রিম সাধু হইবেন, এমন কোনও কথা নাই! কোনও কোনও সন্ন্যাসিনী বা সন্ন্যাসিনীবৎ পূজিতা তপস্বিনীদিগকে দেখা যায়, ছেলে দেখিলেই কোলে নেন, সামাজিক দৃষ্টি বা মানসিক ফলাফল বিচারের ধার ধারেন না। লোকে বলে,—"আহা! মরি মরি! কি সন্তান-স্নেহ!" এসব সন্ন্যাসিনীদের প্রত্যেকেই সত্য সত্যই সাধ্বী হইবেন, তার কোনও কথা নাই। কি বলিতে চাহিতেছি তাহা ভাবিও, বুঝিও এবং সতর্ক হইও।

নিত্য উপাসনা যেন বাদ কিছুতেই না যায়। শ্রীভগবানের পরমপবিত্র নামই সর্ব্বদা তোমার কর্ত্তব্য-জ্ঞানকে প্রখর

রাখিবে। কখনই পরবুদ্ধি-চালিতা হইও না। নামের অমোঘ স্পর্শে আত্মবুদ্ধিকে জাগাইয়া লও। অনুরোধে পড়িয়া কত কুমারী ঢেকী গিলিতে চাহিয়াছে এবং পরিশেষে মৃত্যুপ্রদ নরকানল বমন করিয়াছে, চিরকলঙ্ক প্রসব করিয়াছে।

অতি শিক্ষিতা মেয়েরা তোমাদিগকে "সেকেলে" বলিবেন, বলুন! সেই কথায় কাণ দিবে কেন? একদল সেকেলে মেয়েও এদেশে দরকার আছে। সবাই শিক্ষিতা ও পণ্ডিতা হইয়া গেলে চলিবে কি? আমার ধর্ম্ম-কন্যারা এই সব পণ্ডিতানীদের দৃষ্টিতে ছোট হইয়াই থাকুক, কিন্তু পবিত্রতার শক্তিতে, চরিত্রের বলে তারা ভারতের ভবিষ্যৎ ভাগ্য গড়ুক। এ পরামর্শ কি মা তোমার পছন্দ হয় না?

শুভাশিস জানিও। কুশলে আছি। তোমাদের কুশল দিও। কিন্তু প্রকৃত কুশল কোথায় জানো মা? দেহের কুশল ক্ষুদ্র কুশল, মনের কুশল বৃহত্তর কুশল, আত্মার কুশল শ্রেষ্ঠ কুশল। দেহের কুশল স্বাস্থ্যে, মনের কুশল পবিত্রতায়, আত্মার কুশল পরমাত্মায় আত্মনিবেদনে, জীবে শিবে অভেদত্ব স্থাপনে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
তোমার পাগলা বাবা
স্বরূপানন্দ

কেন আমাকে সৃষ্টি করিলে, কোন্ মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমাকে তুমি স্ত্রীলোক করিয়া পাঠাইলে? হে বিশ্ববন্দিত, আমাকে জানাইয়া দাও, কেমন করিয়া তোমাকে বন্দনা করিলে তুমি আমাকে তোমার মনের মতন করিয়া গড়িয়া তুলিবে।" নারী বা পুরুষ, যে যেই দেহ লইয়া জন্ম গ্রহণ করুক, সকলের আগে তাহার পরিচয় এই যে, সে মানুষ। সে মানুষ বলিয়াই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানুষদের জীবনের যাহা মহত্ত্বের মূল, তাহারও জীবনের মূলে তাহাকেই স্থাপন করিতে হইবে। কুমার ও কুমারী অবস্থায় উচ্ছৃঙ্খল, উন্মার্গগামী জীবন যাপন করা কোনও মহান্ মানবের মধ্যে লক্ষিত হয় নাই। তাই, জীবনের এই অংশে তোমার সংযম, সততা, সরলতা, অকপট আত্ম-গঠনেচ্ছা এবং অক্লান্ত অধ্যবসায় চাই।

চারিদিকে তাকাইতে গেলে বর্ত্তমান যুগের সৃষ্ট উৎকট বিলাস-লালসা তোমার চক্ষে পড়িবে। মেয়ের চেয়েও মাকে বেশী চঞ্চলা মনে হইবে, মায়ের চেয়েও মাতামহীকে হয়ত অধিকতর চটুলা দেখিবে। ইহারা কেহই তোমার অনুকরণীয়া নহেন। দেশ, সমাজ এবং জাতির মধ্যে কলি-প্রবেশের ইহারা লক্ষণ। ইহাদের দেখিলেই বুঝা যায় যে, জাতি আজ অসুস্থ। তোমার মনকে এই সকল পঙ্কিলতার ঊর্দ্ধে তুমি স্থাপন করিবে।

তোমার শত শত প্রতিবেশিনীরা যখন বিলাসিতার চর্চ্চায় প্রতিযোগিতা করিতেছে, তুমি তখন নিজের দেহ ও মনের সর্ব্বশক্তিকে জগতের বৃহত্তম প্রয়োজনের জন্য তৈরী করিতে থাকিবে। সকলে যখন মোহ-নিদ্রায় অঘোর, তোমাকে তখন আত্মগঠনে থাকিতে হইবে অতন্দ্র, অনলস ও অশ্রান্ত। অক্লান্ত অধ্যবসায়ে তুমি করিতে থাকিবে জীবনগঠন।

কুমারী-জীবন কতটা নীচে আজ নামিয়াছে, তাহা বুঝিবার জন্য তোমাকে অনেক দূরে যাইতে হইবে না বা অনেকক্ষণ প্রতীক্ষায়ও বসিয়া থাকিতে হইবে না। যে-কোনও একটী সমবয়সিনীর সহিত দুদণ্ড আলাপ করিতেই দেখিবে, তাহার বাহিরের আবরণ খসিয়া পড়িয়াছে। কোনও মানুষ যদি কিছুতেই নিয়মিত মলত্যাগ না করে, তাহা হইলে তাহার নিকটে দুদণ্ড অবস্থান করিলেই যেমন তাহার নাক মুখ ও শরীরের অন্যান্য ছিদ্র-পথে অতি অসহ্য দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসারিত হয়, তেমনি ইহাদের মনের অবস্থা জানিবে। প্রচুর পরিমাণে ক্যাষ্টর অয়েল প্রয়োগের পরে ছাড়া ইহাদের সংসর্গ কোনও শুভকামীর সুখপ্রদ হইতে পারে না।

কিন্তু কুমারী-জীবনকে এত নীচে পড়িয়া থাকিতে দেওয়া চলে না। কারণ, যে জাতির কুমারীরা নিষ্কলুষ নহে, সেই জাতির সধবা, বিধবা কাহারও জীবনেই পবিত্রতার আশা নাই। যেহেতু, আজ যে কুমারী, কাল সেই সৌভাগ্যক্রমে

সধবা বা দুর্ভাগ্যক্রমে বিধবা হইবে। একটাই ত মানুষ কুমারী হইতে সধবা বা বিধবাতে রূপান্তরিত হইতেছে। তাই, কুমারীরা পবিত্র হইলেই সমগ্র নারীজাতির পবিত্র হইবার পথ হইয়া গেল।—এই জন্যই আমি কিছুদিন পরে পরেই তোমাদের সকলকে পত্রে পত্রে প্রায় একই কথা লিখি।

তুমি ভারতের কন্যা। মনে রাখিও, ভারতের নারীর জীবনাদর্শ সমগ্র জগতের নারীর অনুকরণীয়। তোমাদের থাকিতে হইবে ছবির মত সুন্দর হইয়া, যেন তাকাইলেই মন পবিত্রতায় ভরিয়া যায়।

আশিস জানিও ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

অষ্টাদশ পত্র

হরিওঁ

পুরুলিয়া
২০শে ভাদ্র, ১৩৪১

স্নেহের—,

মা, এই মাত্র তোমার দুইখানা পত্র একত্রে পাইলাম। তোমার পত্র পাইলে আনন্দে আমার প্রাণ নাচিয়া ওঠে।

তোমার কণ্ঠ, তোমার ভাষা, তোমার মূর্ত্তি, তোমার স্মৃতি তোমার সবকিছু আমার নিকটে মধুময়। কারণ, পবিত্রতাই তোমার রূপ, পবিত্রতাই তোমার গুণ, পবিত্রতাই তোমার সাধন, পবিত্রতাই তোমার ভজন। তুমি আমার নিকটে মধুময়, কারণ, পবিত্রতাই তোমার ধ্যান, পবিত্রতাই তোমার জ্ঞান, পবিত্রতাই তোমার প্রাণ। জগতে তোমার মত মেয়ের তুলনা নাই। তোমাকে আমি আরও সুন্দর দেখিতে চাহি, আরও মধুর দেখিতে চাহি। পবিত্র জীবন যখন জগৎ-কল্যাণে আত্মোৎসর্গ করে, তখন তাহা অনুপম সার্থকতা অর্জ্জন করে। কামলেশহীন চিত্ত লইয়া সন্তানভাবে সমগ্র জগৎকে এবং জগৎপতিকে গ্রহণ কর। সকলের তুমি মা হও, সমগ্র জগতের এবং তৎসহ আমার পূজা-পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ কর।

শুভাশিস জানিও। ইতি— আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

ঊনবিংশ পত্র

হরিওঁ

পুরুলিয়া, ১৩৪১

(পত্রখানার তারিখ-সঙ্গতি করা যায় নাই।

স্নেহের মা,

আজ বড় মজার দিন। আশ্রমে নহি, তাই হাতে নাই কোদাল। কেহ এখানে আমাকে তেমন চেনে না, তাই নাই

কোনও সভাস্থলে বক্তৃতা। স্কুলের ছেলেরা পায় নাই খোঁজ, তাই নাই কোনও ভীড়। এক বন্ধু-ভবনের দ্বিতলে বসিয়া সম্মুখবর্ত্তী শূন্য মাঠটার দিকে তাকাইয়া অন্ধকারের মধ্যে অরূপের রূপ দেখিয়া মুহুর্মুহু বিহ্বল হইতেছি। যেইখানটায় মানুষ দেখে সবটাই শূন্য, সেইখানেই আমি পরিপূর্ণতার ঢলঢল কান্তি দেখিয়া রোমাঞ্চিত হই।

তোমরা আমার চোখে ঠিক তেমন। কেহ তোমাদের দেখিয়াছে বিলাসের সামগ্রী, ভোগের সঙ্গিনী। কেহ তোমাদের দেখিয়াছে নরকের দ্বার, কাল-ভুজঙ্গিনী। কেহ তোমাদের দেখিয়াছে সখের খেলনা, অনাবশ্যক আবর্জ্জনা। কেহ তোমাদের দেখিয়াছে শূন্যতার প্রতিমূর্ত্তি, রিক্ততার প্রতিচ্ছবি। ইহারা কেহ তোমাদের যে দৃষ্টিতে দেখে নাই, আমি সেই দৃষ্টিতে তোমাদের দেখিয়াছি।

সমগ্র জগৎ জুড়িয়া দুঃখ সৃষ্টি করিল কাহারা? ইহারা বলিয়াছে,—তোমরা। সমগ্র জগৎ জুড়িয়া দুঃখের সৃষ্টি হইল কি ভাবে? ইহারা দেখিয়াছে,—তোমাদের বিস্তার করা লালসার লেলিহান অগ্নিতে। সমগ্র জগতের দুঃখার্ত্ত জীব পরিণামে এই দুঃখের জন্য কাহাকে দিতেছে গালি? —তোমাদিগকে মা, তোমাদিগকে।

আর আমি দেখিয়াছি, দুঃখ জীব নিজের জন্য নিজেই সৃষ্টি করিয়াছে। তোমরা যদি নাও থাকিতে, তাহা হইলে

তাহারা অন্যকে উপলক্ষ্য করিয়া নিজেদের জন্য দুঃখ গড়িয়া লইত। দুঃখ যাহার প্রাপ্য, সে তাহা যেমন তেমন করিয়া পাইবার ফিকির বাহির করিয়া লয়, এক উপলক্ষ্য ব্যর্থ হয় ত অন্য উপলক্ষ্য সৃষ্টি করিয়া লয়। দুঃখের বীজ যাহারা বপন করিয়াছে, দুঃখের ফসল তাহাদিগকে তুলিতেই হইবে।

কিন্তু মানুষেরা নারীকে যে এত করিয়া গালি দিল, তাহার পশ্চাতে নারীর সত্যই কিছু প্রাপ্যতা আছে কিনা, তাহাও ভাবিয়া দেখিতে হইবে। নারী যেখানে নিজেকে দেবীরূপে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টায় হইয়াছে শিথিল সেখানে সে সহজে মানবের দুঃখ-সৃষ্টির সহায়তা করিয়াছে। নারী যেখানে দেবী, সেখানে সে দুঃখহারিণী।

তোমাদের মধ্যে যেই দেবীকে দেখিয়া আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কুমারী-পূজার করিয়াছিলেন প্রবর্ত্তন, তোমাদের মধ্যে যেই দেবীকে দেখিয়া সাধকমাত্রেই তোমাদের ডাকিয়াছেন মা বলিয়া, তোমাদের মধ্যে যেই দেবীত্ব কোটি কোটি বৎসর ধরিয়া সঙ্গোপনে লুকায়িত আছে বলিয়াই সমগ্র পৃথিবী উচ্ছৃঙ্খল হইতে হইতেও আবার তোমাদেরই অঙ্গুলী-হেলনে হইয়াছে শান্ত, ধীর, সংযত, সেই দেবীটীকে আজ জাগাইতে হইবে। চোখে, মুখে, চলায়, বলায়, হেলায়, খেলায়, কর্ম্মে, ধর্ম্মে, সকল দিক দিয়া তোমাদের দেবীমূর্ত্তিটি আজ সকলের চোখে ফুটিয়া উঠুক। সাধকেরা ধ্যানে তোমাদের যে মূর্ত্তি দেখিতে পান,

অসাধকেরা খোলা চোখে আজ সেই মূর্ত্তিটি দেখিয়া নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিয়া লজ্জিত হউক, আত্মসম্বরণ করুক, আত্ম-সংশোধন করুক।

একজন গ্রাম্য লোক একদা কুমারী শব্দের একটী স্বকপোলকল্পিত ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। "কু"কে মারিয়া ফেলে যে, সে কুমারী। এই ব্যাখ্যা অনুসারে তোমাদের প্রয়োজন সকল 'কু"কে তোমাদের দেবীত্বের মহিমায় ধ্বংস করা। অন্যায়কে, পাপকে, কলুষিত কামনাকে ধ্বংস করিয়া দিবার শক্তি লইয়াই তোমরা আসিয়াছ। ইহাতে সন্দেহ করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। এই শক্তি যে তোমাদের স্বভাবলব্ধ, ইহা ধ্রুব সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিও মা।

অন্য আর একজন ভাবুক লোক কুমারী শব্দের আর একটী ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। "কু" শব্দের মানে পাপ আর 'রী" শব্দের মানে হত্যা। সহস্র পাপ ও মৃত্যুর মাঝখানে যিনি অভয় বিতরণ করিয়া মা হইয়া অবস্থান করেন, তিনিই কুমারী। মা মৃত্যু নিবারণ করেন, মা পাপ অপসারণ করেন। সেই মা তুমি। তুমি পাপকে বিনাশ করিতে পার, মৃত্যুকে নিবারণ করিতে পার, সমগ্র জগজ্জোড়া সহস্র সহস্র পাপতাপক্লিষ্টের মনে পবিত্রতার জোয়ার আনিয়া বহাইতে পার, মৃত্যুকাতর ক্ষণজীবী সকল মানবকে অমৃত পরিবেশন করিয়া দেবতা করিতে পার।

অপর এক জন পণ্ডিত ব্যক্তি কুমারী শব্দের অপর একটী ব্যাখ্যা করেন। মার মানে কন্দর্প, কামদেব। মারী মানে রতিদেবী যাঁহার সৌন্দর্য্যের আকর্ষণে মুনিজনের মন টলিয়া যায়! নিজের অন্তরের অনাবিল দেবীত্বের সুষমা দিয়া যে রতিদেবীরও সৌন্দর্য্যকে "কু" করিয়া দিয়াছে, কুৎসিত বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছে, সে হইল কুমারী। রতিদেবীর সৌন্দর্য্যের বাখানি হইতেছে তাহার মুনিজনের মন টলাইবার সামর্থ্যে। আর কুমারীর সৌন্দর্য্যের বাখানি হইতেছে এই যে, তাহার সৌন্দর্য্য বা দেবীত্ব নিতান্ত কামুক পাষণ্ডকেও করে ধীর, স্থির সংযত।

কুমারী শব্দের তিনটী ব্যাখ্যাই প্রদান করিলাম। একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবে যে, তিনটী ব্যাখ্যাই তোমাদের মহিমা খ্যাপন করিতেছে। সত্যই মা তোমরা মহিমান্বিতা।

তোমাদের সেই স্বাভাবিক মহিমার ভিত্তিতে তোমাদের জীবন গড়িয়া তোল। তাহাই হইবে নারীজাতির গৌরব, তাহাই হইবে দেশবাসীর মঙ্গল, তাহাই হইবে মানব-সভ্যতার সম্পদ। যে অলঙ্কার একজনার গায়ে পরিলে সকলের গায়ে তাহার সৌন্দর্য্য ছড়াইয়া পড়ে, সেই অলঙ্কার তোমরা পরিধান কর। তাহা হইতেছে পবিত্রতার অঙ্গাভরণ।

পবিত্রতা তোমাদের স্বাভাবিক অঙ্গভূষা। নিজের স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকাই তোমার সাধনা। তোমার সাধনা নিখিল জগতের সকল পাপ-তাপ বিদূরিত করুক।

কর্ম্মে, বিশ্রামে, নিদ্রায়, জাগরণে সর্ব্বক্ষণ মনে মনে জপিবে,---"আমি পবিত্র, আমি পবিত্র"। অনুক্ষণ সঙ্কল্প করিবে,---"কেহ আমাকে পবিত্রতার ব্রত হইতে চ্যুত করিতে সমর্থ নহে"। পবিত্রতা-রূপ ধরিত্রীর বুকে নিজেকে হিমাদ্রির মতন অটল অচল করিয়া প্রতিষ্ঠা কর।

আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত)

— —

"পবিত্রতাই পূর্ণতা
নির্লোভতাই ঋষিত্ব"
—শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ—